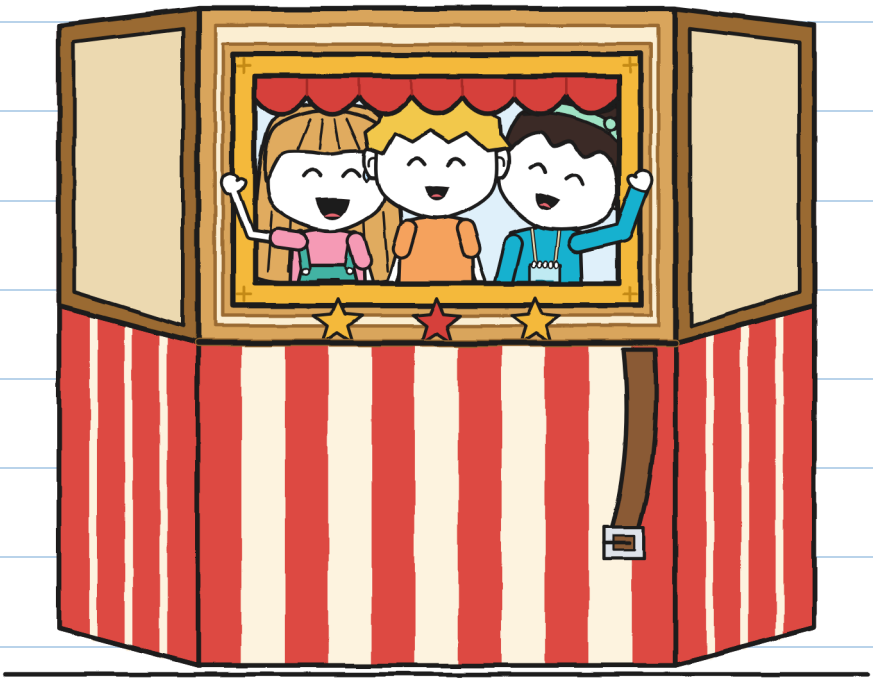
অসম্ভব ডেলিভারি · ৬

একটা জায়গা তিনজনের

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ XS
প্রথম পড়া · ৫+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬
একটা জায়গা তিনজনের

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ XS · প্রথম পড়া · ৫+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

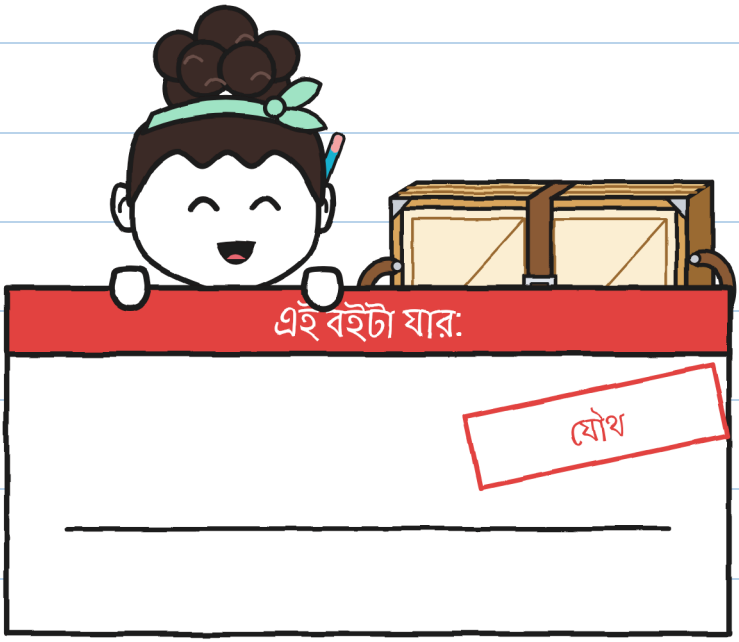
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের ষষ্ঠ বই।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এটা তিনজনে বয়। আমি হাতল বেছে নিয়েছি। -হু.



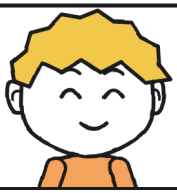
যৌথ। এঁটে যাই। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ো।

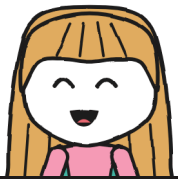
শুধু গল্পে

সত্যি বলছি, ৭৬ দেখো। -হু.

কে কে



গুনি সেন্টিমিটারে মাপে।



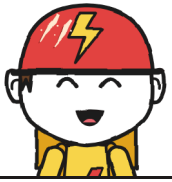
তুলিতা পথ চেনে।



নোয়া পা ফেলে মাপে।



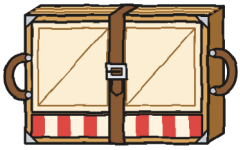
ইরেনে বলেন "থামো"।



তোনিও সময় ধরে।



মারা পার্সেল ধার দেন।



ভাঁজ-করা একটা থিয়েটার।



র. একটা লাইন রেখে গেছেন।

ডেলিভারির খাতা ৬
গুনির

যৌথ।



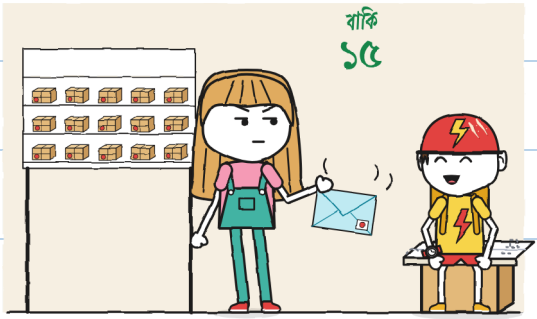
৫ নম্বর খাতা শেষ। এটা কমলা রঙের।
আমি একটাই শব্দ লিখলাম। অর্ধেক পাতা
ফাঁকা রাখলাম। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

আমি তোমার প্রথম পাতায় লিখেছি। -হু.

অধ্যায় ১

তিনজন কেন লাগে?

সোমবার আমি স্কুল থেকে বেরোলাম।
হুলিতা একটা ফিরোজা খাম নিয়ে
আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।
"আমি খুলছি না," হুলিতা বলল।
"আটাশ মিনিট," তোনিও বলল।

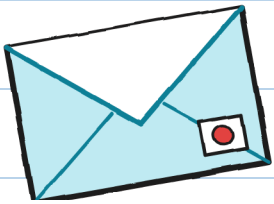


ওটা আমার ছিল না। ভীষণ ভারী। -হু.

মারা খামটা খোলেন।

আমি ইরেনে, থিয়েটারের।
একটা লাইন বাকি:
"ছোট থিয়েটার: পাওয়া মুলতুবি"।
ওটা কি আপনাদের কাছে আছে?
শনিবার ৩১: প্রতিযোগিতা।
ভাঁজ করা অবস্থায় এলে,
তিনজন থাকলে, আমি সই করব।
নোয়া আরও দুজন খুঁজছে।

হুলিতা: আমি!
কাউকে সঙ্গে এনো। -নোয়া



"পার্সেল বোঝে এমন কেউ।" সেটা আমি।

ইরেনে আর নোয়া পাঁচটায় এল।

হুলিতা আর নোয়া জড়াজড়ি
করল। এগারো সেকেন্ড।
"এ গুনি," হুলিতা বলল।
"হ্যালো, গুনি," নোয়া বলল।



মারা ৬ নম্বরটা নামালেন।

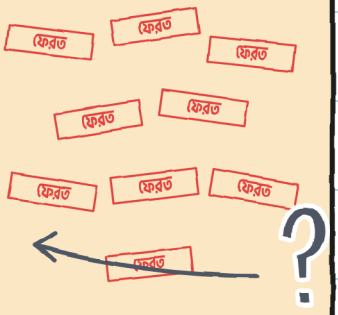
সবগুলোর মতোই একটা বাক্স।

নং ৬

উঠোনের ওয়ার্কশপ

দুই দরজা দিয়ে

ভাঁজ করা অবস্থায় পৌঁছে দিন



প্রেরক: র.

"নয়টা সিলমোহর," হুলিতা বলল।

"কোন দুটো দরজা?" নোয়া বলল।

কেউ জানত না।

"আমি এটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন।
"একটা ওয়ার্কশপের জন্য কেউ সই করত না।"
"থিয়েটার মহড়া দেয় উঠোনে," ইরেনে বললেন।

ইরেনে সিল-দেওয়া একটা কাগজ
দেখালেন। এখন কেউ সই করে।



“মারা ওটা নিয়ে যান না
কেন?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
“আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি,” মারা বললেন।
“আমার ছেলেমেয়েদের
পারতে হবে,” ইরেনে বললেন।

ধার

৬ নম্বর, ধার।

ইরেনের সঙ্গে বেরোবে।

ভাঁজ করা অবস্থায় ফিরবে।

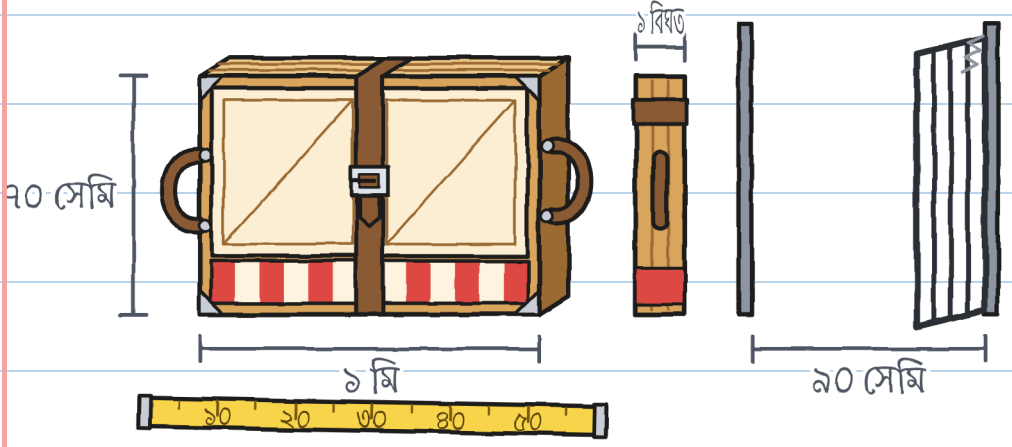
এখানে ঘুমোবে।



ও নিজের তাকে ঘুমোয়। -হু.

মঙ্গলবার আমরা উঠোনে গেলাম। সেখানে একটা ফটক আছে। ওটা নিজে থেকে বন্ধ হয়। ছোট থিয়েটারটা বেরিয়ে বড় হলো। আমি ফিতে বের করলাম।

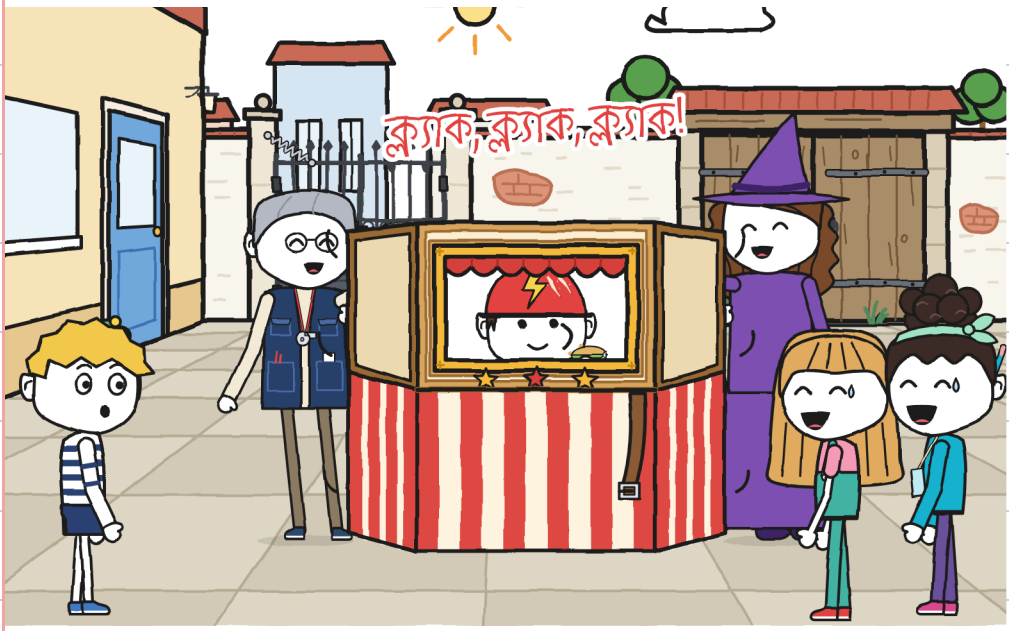
৬ নম্বরের মাপ



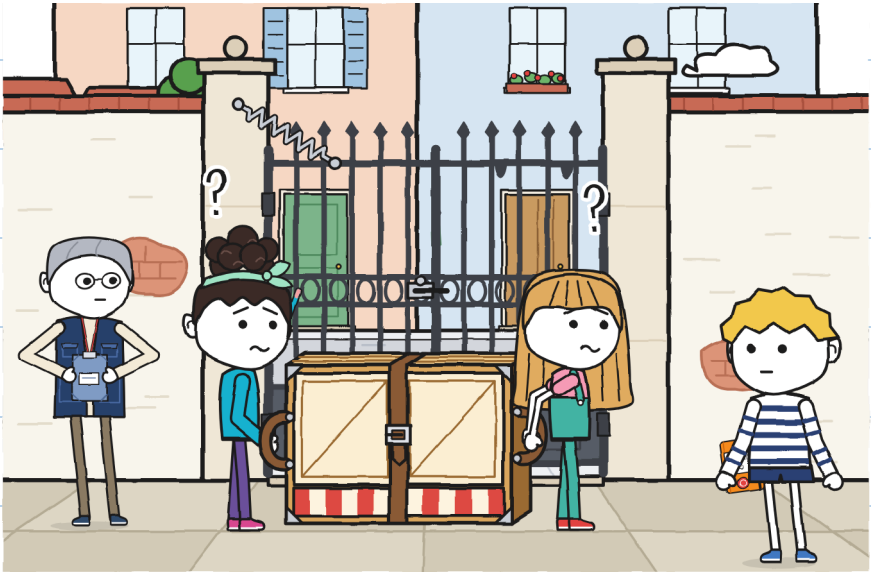
পাশ ফিরিয়ে এঁটে যেত।

প্যানেলগুলো নিজে থেকে খুলে
গেল: ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক।

জানালা দিয়ে তোনিওকে দেখা গেল।
"আস্ত আছে," ইরেনে বললেন।
হাত হাতলে, কবজায় নয়।



ইরেনে আর মারা ছোট
থিয়েটারটা ভাঁজ করলেন।
"আমরা চেষ্টা করি," হুলিতা বলল।
নোয়া ততক্ষণে অন্য হাতলে।
ওরা ওটা তুলল। ফটক
পর্যন্ত গেল। ওটা বন্ধ ছিল।
আমার হাত দুটো খালি ছিল।



আমি পিঠ দিয়ে ফটকটা ধরে
রাখলাম। ওরা পেরোল।

সেই বিকেলে আমি মিটারটা বানালাম।

তিনজনের মিটার

কে কী করে

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি

ঘর ফাঁকা: পার হওয়া যায় না।

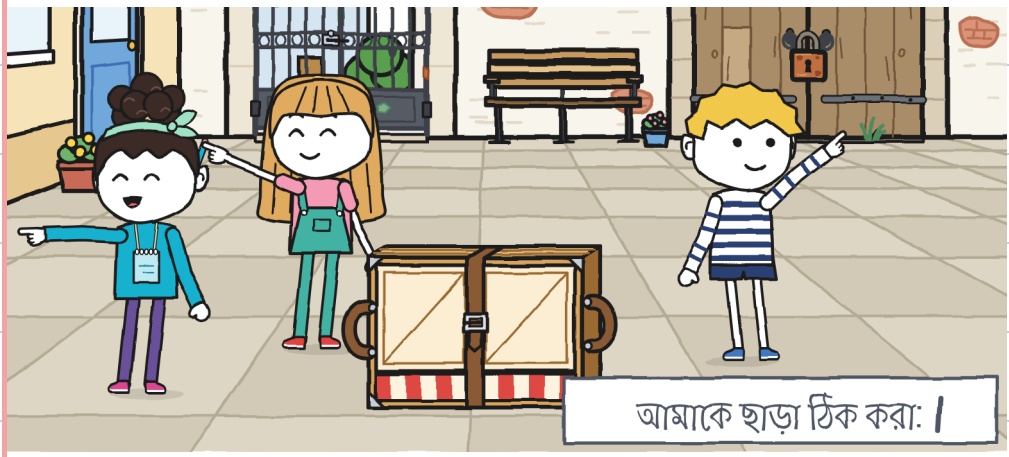
লিখে রাখলাম: "ফটক একটা
পাথরও ধরে রাখতে পারে"।

লেবেলটা বোঝা বাকি ছিল।

"দুটো পাল্লা," হুলিতা বলল।

"পরে," নোয়া বলল।

আমি একাই গেলাম। ফিরে এসে দেখি, ওরা ঠিক করে ফেলেছে। আমি মুখ বন্ধ করলাম।



ওই দাগটা আমার ছিল। -হু.

অধ্যায় ২

কে পথ চেনে?

বুধবার ছিল প্রথম যাত্রা।

"তুমি আর নোয়া বইবে," হুলিতা বলল।
"আমি দিক দেখাই আর পথ করে দিই।"
সবুজে লেখা মোছে না। দ্বিতীয় দাগ।

তিনজনের মিটার

	বওয়া	দিক দেখানো	পথ করে দেওয়া
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি
দোকান → উঠোন	*গুনি আর নোয়া*	*হুলিতা*	*হুলিতা*

আমাকে ছাড়া ঠিক করা: ||

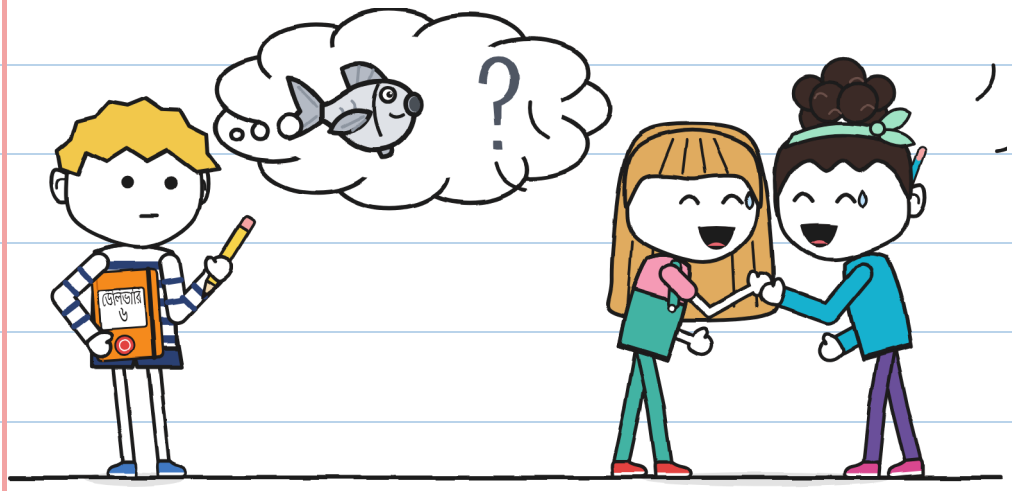
"নকশা বানাই?" আমি বললাম।

"খোঁড়া মাছ পর্যন্ত সোজা," হুলিতা বলল।

"কোন মাছ?"

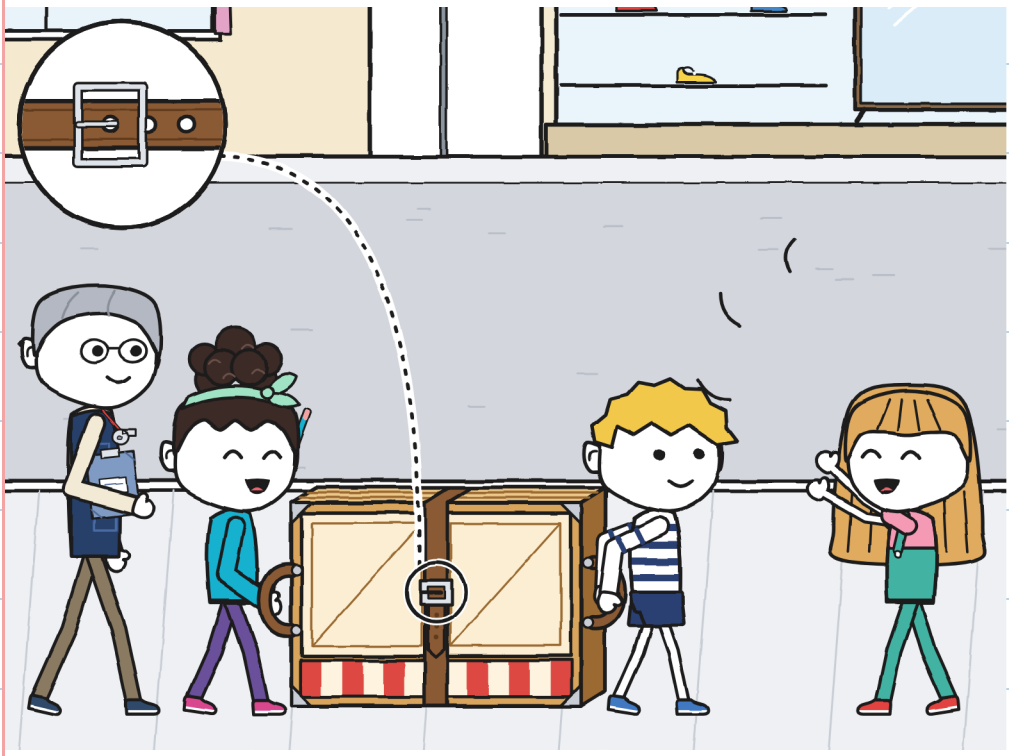
"একটা লম্বা গল্প," নোয়া বলল।

আমাকে ওরা বলল না। তৃতীয় দাগ।



নোয়া বেল্টটা প্রথম ফুটোয় আটকাল।

আমি সামনে ছিলাম। ইরেনে, সবার শেষে।
প্রতিটা ফুটপাতের ধাপে বলছিলেন "থামো"।

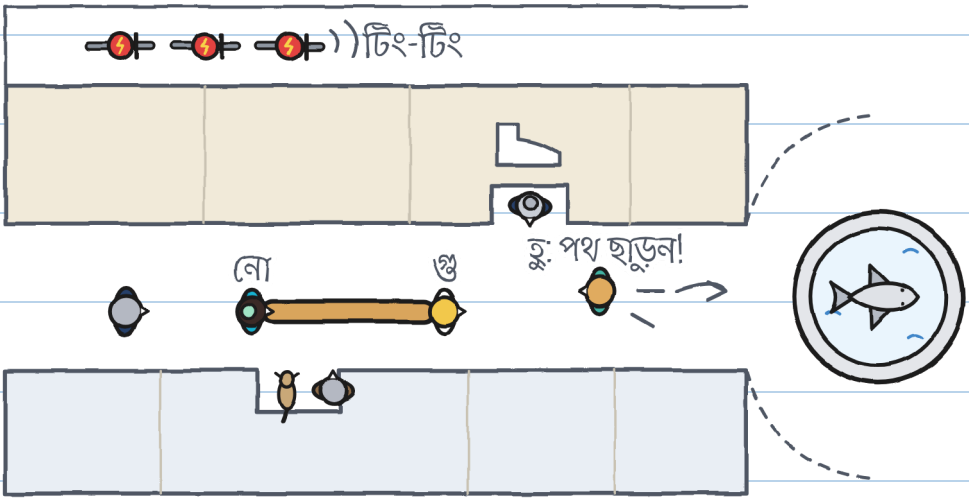


তুলিতা দারুণ পথ করে দিচ্ছিল।

"পথ ছাড়ুন, একটা থিয়েটার যাচ্ছে!"

একটা ঘণ্টি বাজল। টিং-টিং।

"এটা নিয়ে ছোটা যায় না," ইরেনে বললেন।

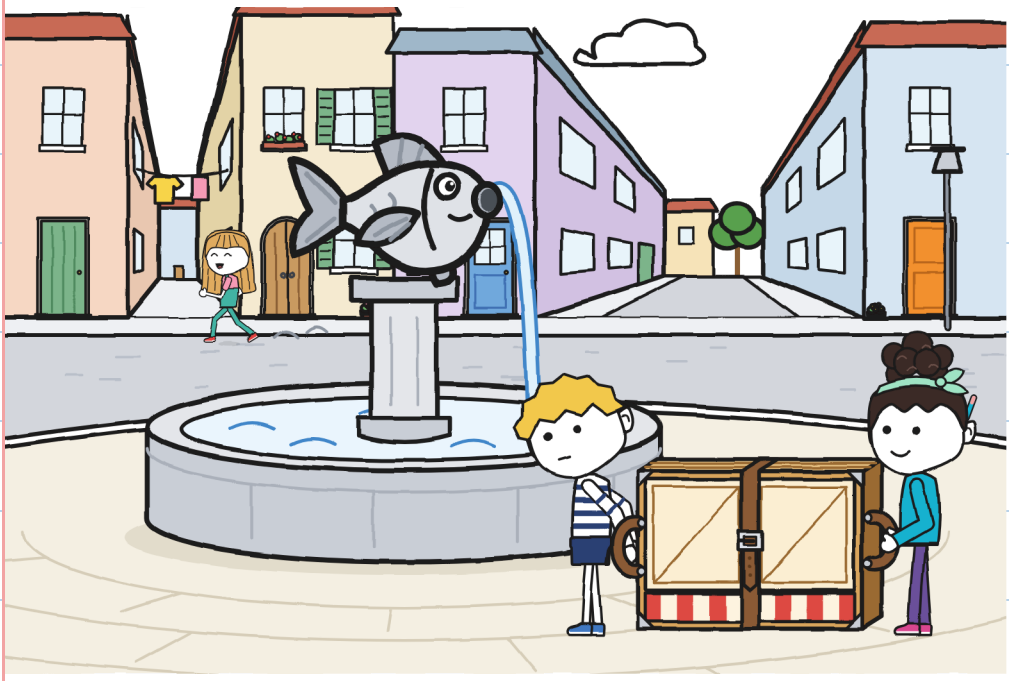


আমরা ফোয়ারায় পৌঁছালাম। হুলিতা চলে গেল।

"খোঁড়া মাছ পর্যন্ত, তারপর বাঁক!"

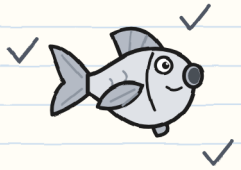
আর ও নেই।

একটা পাথরের মাছ। ওর সব পাখনা ছিল।

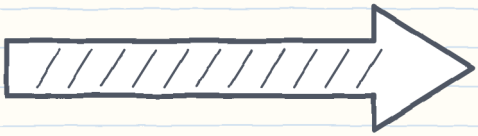


আমি তাড়াতাড়ি ভাবলাম।
ওটা আমার কাজ নয়।

মাছ: সব পাখনা।
খোঁড়া নয়।
অন্য কোনো মাছ থাকবে।



বাঁক: কোন দিকে?
বাঁয়ে, সরু রাস্তা।
ডানে, চওড়া রাস্তা।
চওড়া দিক ভালো।



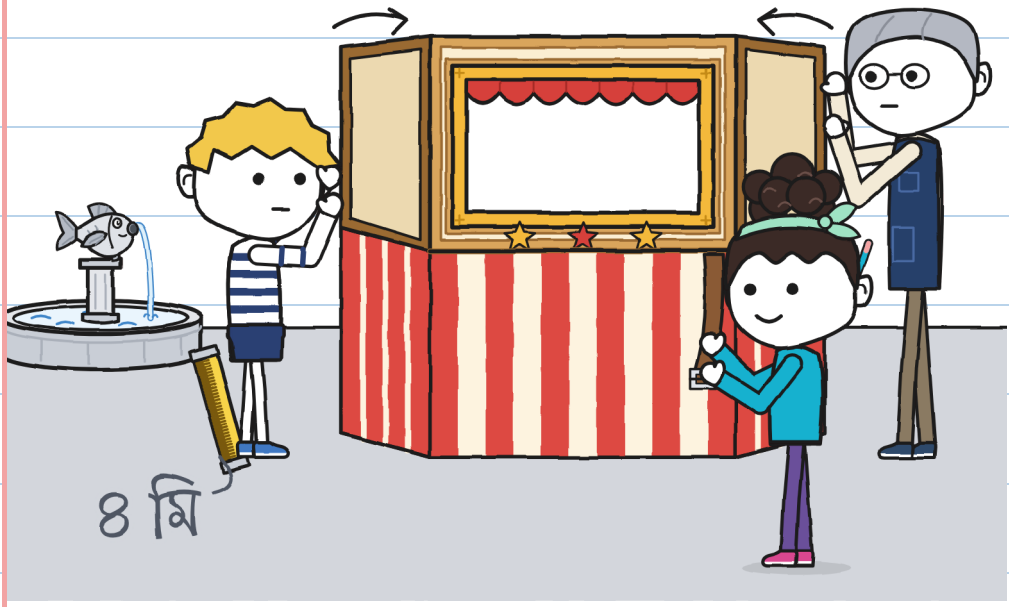
"এখনই বাঁক নেব?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"খোঁড়া মাছের কাছে!" নোয়া বলল।
আমি আর কোনো মাছ দেখলাম
না। আমি ডানে বাঁক নিলাম।

কেউ বলল না "বাঁক" । কেউ বেল্টটা ধরল না । প্রথম ফুটোর বকলস বেশিক্ষণ টেকে না । ক্ল্যাক । ক্ল্যাক । ক্ল্যাক ।

প্যানেলগুলো খুলে গেল । ভেতরে, নোয়া ।



ইরেনে নোয়ার হাত দেখলেন।
তারপর আমার হাত।
"কে দিক দেখাচ্ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন।
কেউ উত্তর দিল না। দিক
দেখাচ্ছিল হুলিতা, দুটো রাস্তা দূরে।
আমি মাপলাম: ফোয়ারা পর্যন্ত চার মিটার।



"ওটা তো খোঁড়া মাছের কাছে ছিল!"

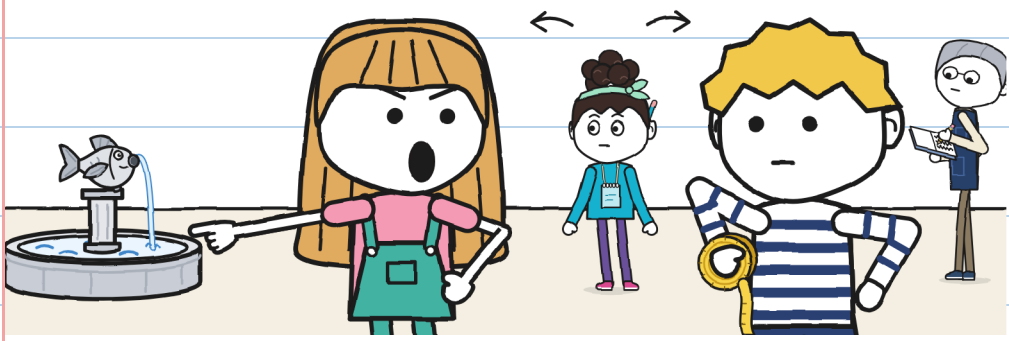
"যেমন সবসময়।"

"'সবসময়' মানে যখন আমি ছিলাম না।"

হুলিতা ইরেনের দিকে ঘুরল।

আমি হারাইনি। আমি মেপেছি।

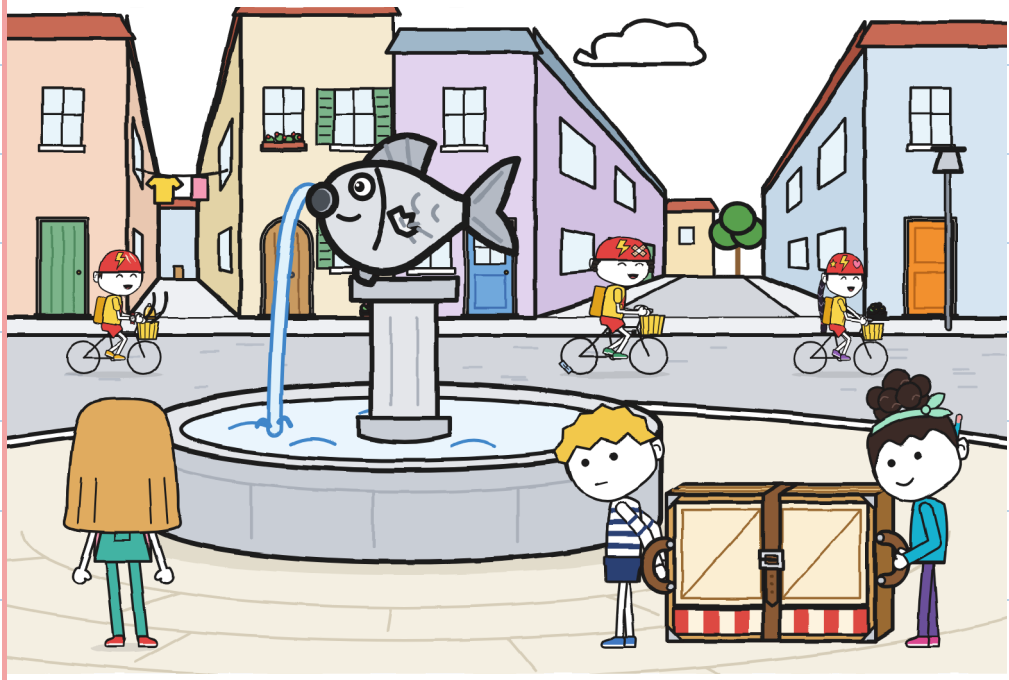
চতুর্থ দাগ।



আমি সবার সামনে বলেছি। -হু.

ওরা আমাকে মাছটার অন্য দিক
দেখাল। ওর একটা পাখনা নেই।

আমরা বাঁকটা আবার করলাম।
হলো, কিন্তু কেউ কথা বলছিল না।
বিজলি সাইকেলে গেল। টিং-টিং।



আমরা প্রায় রাতে পৌঁছালাম। মারা
ছোট থিয়েটারটা রেখে দিলেন।
আমি আজকের হিসেব মিটারে লিখলাম।
কিছু একটা কম ছিল। কী, বুঝলাম না।

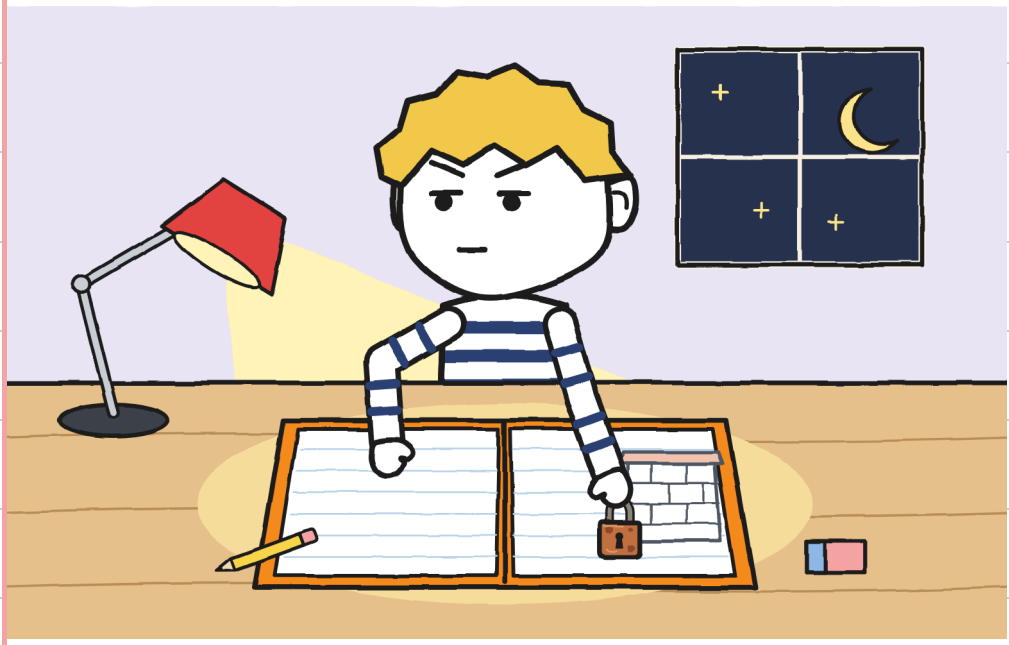
তিনজনের মিটার

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	
দোকান → উঠোন	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	
দোকান → ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	খুলে গেল: ৩ বার

?

আমার নাম দুবার আছে। আমি ছিলাম না। -হু.

বাড়িতে আমি পাঁচিলের পেছনে যা
পেয়েছিলাম, তা এঁকে ফেললাম।
ভাবলাম: "কাল ওরা আবার ভুল
করবে। তখন আমি ওটা বের করব"।



আমার ভালো লাগেনি। -হু.

অধ্যায় ৩

গুনির নকশাটা কি কাজে লাগে?

সেই রাতে আমি পুরো নকশাটা বানালাম।

দারুণ একটা নকশা হলো।

ওটা চার ভাঁজ করলাম।



বৃহস্পতিবার নোয়া পা গুনছিল।
"আমি মাপি পা ফেলে," নোয়া বলল।

আমি নোয়ার একটা পা মাপলাম:
আটান্ন সেন্টিমিটার। নোয়া গোনে।

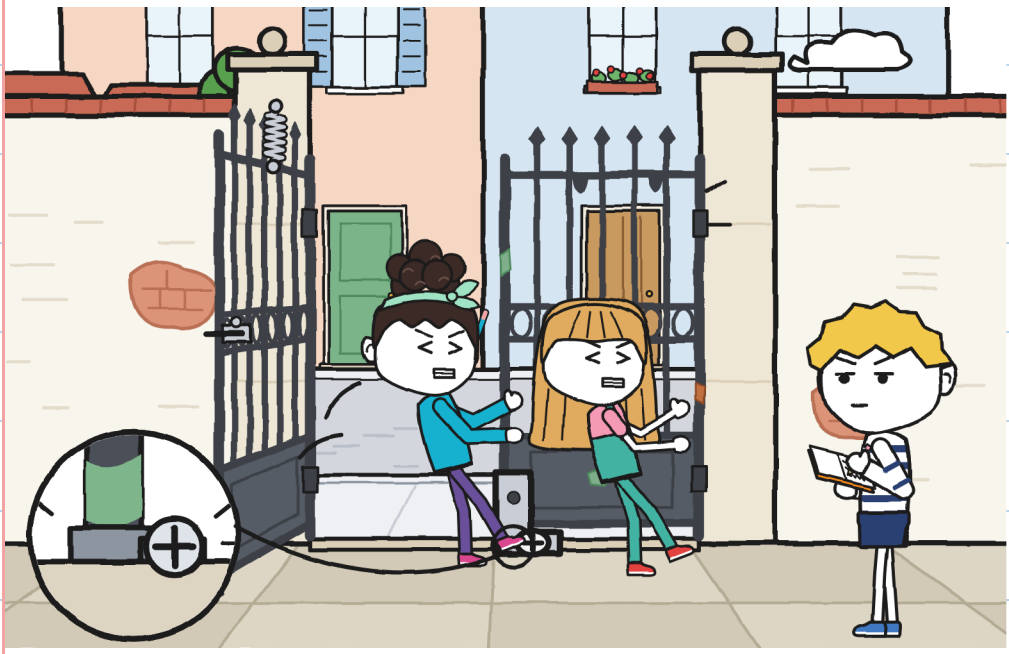


১ পা = ৫৮ সেমি

১ পা = ৫৮ সেমি

আমরা উঠোনে গেলাম। হুলিতা আর নোয়া দুটো পাল্লাই খুলতে চাইছিল। দ্বিতীয়টা খুলল না।

"লেবেলটাই ভুল," হুলিতা বলল।
"নিশ্চয়ই," নোয়া বলল।
আমি পেনসিল বের করলাম।



আমি দিলাম না।

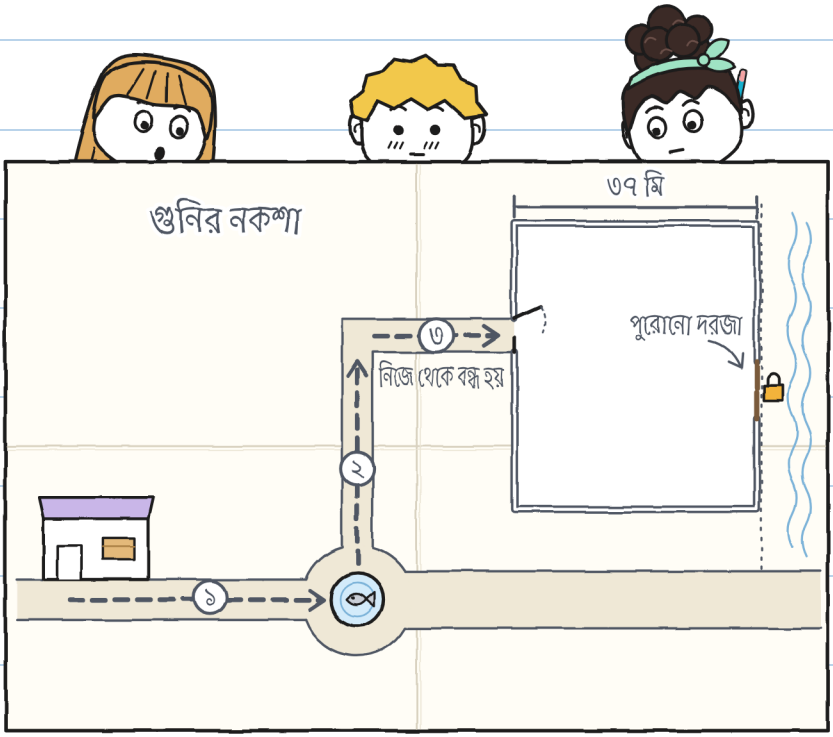
আমি দাগগুলোর সারি দেখলাম।
একটা কম ছিল, আমারটা। মঙ্গলবার
আমি চুপ থাকব ঠিক করেছিলাম।

আমাকে ছাড়া ঠিক করা:||||

ওদের ছাড়া ঠিক করা:|



"লেবেল ভুল নয়," আমি বললাম।
"উঠোনের আরেকটা দরজা আছে।
আমি ওটা মঙ্গলবার পেয়েছি।"
"মঙ্গলবার?" হুলিতা বলল।
"পরে ঠিক প্রমাণ করব বলে তুলে রেখেছিলাম।"



"ঠিক আছে," নোয়া বলল।
হুলিতা "ঠিক আছে" বলল
না। ও একটা পা নাড়াচ্ছিল।
"গতকাল এটা আমাদের খুব
দরকার ছিল," হুলিতা বলল।
"হ্যাঁ।"



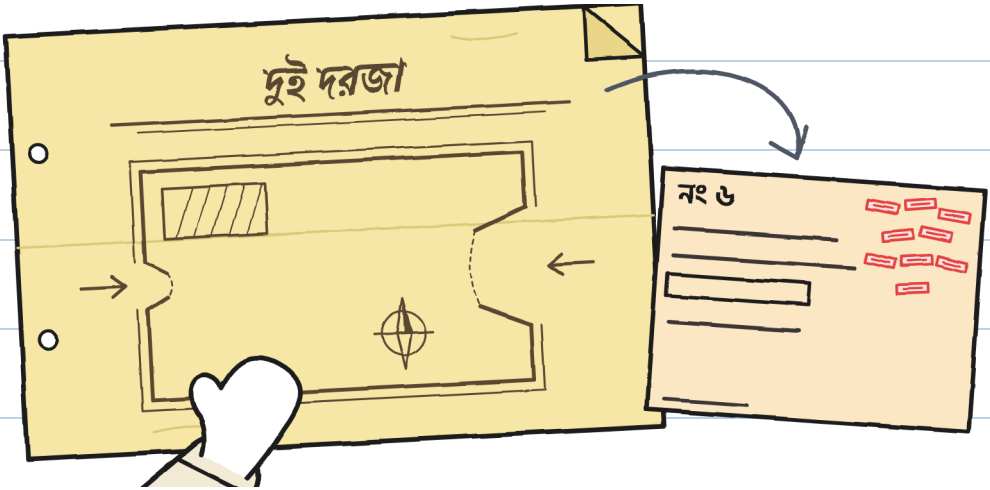
তখনও ওটা সত্যি ছিল না। -হু.

আমরা দরজাটা দেখতে গেলাম। নোয়া চৌষট্টি পা গুনল। আমি সাঁইত্রিশ মিটার মাপলাম।

ওটা কাঠের। ওর তালায়
তালার চেয়ে মরচে বেশি।



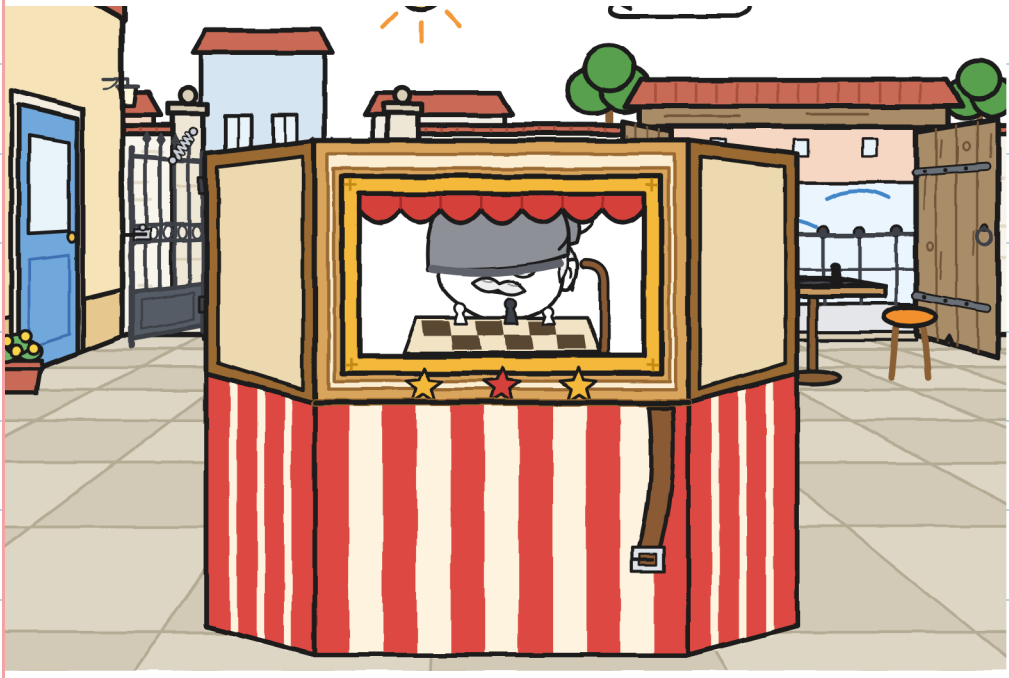
ইরেনে একটা হলুদ পাতা পেলেন।
"আগে দুই জায়গা দিয়ে ঢোকা যেত।"
"এটা একটা পুরোনো ঠিকানা
ছিল," আমি বললাম।



মারা ওটা নয়বার দেখেছেন। -হু.

চাবিটা একটা খামে ছিল। ইরেনে তালা খুললেন।

জানালা দিয়ে দেখা গেল দন
আন্তনিওকে। একটু নাক ডাকছিল।



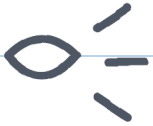
“শনিবার আমি দুটোই খুলব: সাইকেল
পুরোনোটা দিয়ে,” ইরেনে বললেন।
“তুমি কী বলো?” হুলিতা আমাকে জিজ্ঞেস করল।
পুরো সপ্তাহে এই প্রথমবার।



আমি বললাম ফটকটা, তবে মহড়া দিয়ে।
নোয়াও তা-ই। হুলিতা বলল, "ঠিক আছে"।
আমরা মিটারে একটা ঘর যোগ করলাম।

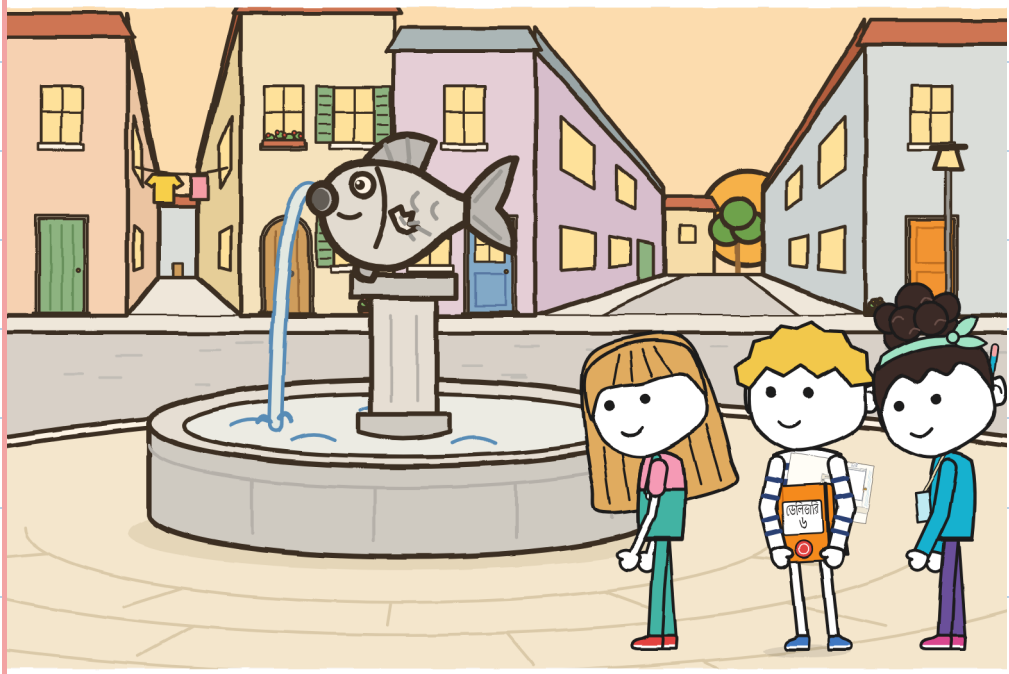
চারটে ঘরসহ মিটার

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	জানানো 
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	গুনি, না
দোকান → ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	কেউ না

 জানানো: যা জানো

চতুর্থ ঘরটা কঠিন। -হু.

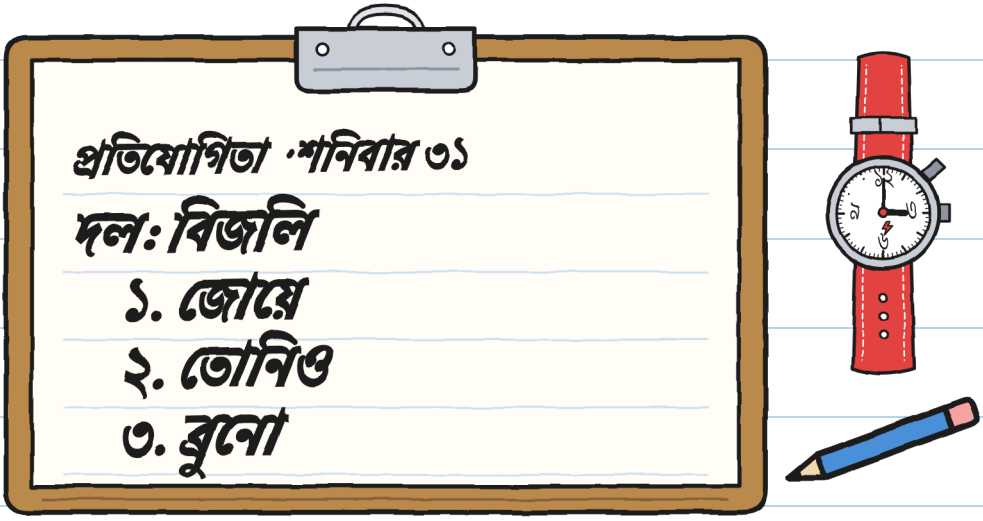
আমরা ফোয়ারার পাশ দিয়ে ফিরলাম।
আমি খোঁড়া মাছের সামনে দাঁড়ালাম।
"তোমরা আমাকে গল্পটা বলবে?"
আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"শনিবার," নোয়া বলল।
এটা "না" ছিল না।



অধ্যায় ৪

যে-কেউ কি দিক দেখাতে পারে?

তোনিও ঘড়ি আর বিজলির কাগজ নিয়ে এল।



"জোয়ে লিখেছে," তোনিও বলল।
"ব্রুনো বলেছিল: 'ব দিয়ে'।"
"আজ আমি সময় মাপছি," তোনিও বলল।

নোয়া বলল: পালা। আমি বললাম: যে বইছে না,
সে দিক দেখাবে। হুলিতা বলল: এখনই শুরু!

"প্রথমে কে দিক দেখাবে?"
আমরা তিনজন আঙুল দেখালাম।
প্রত্যেকে অন্য একজনকে দেখাল।

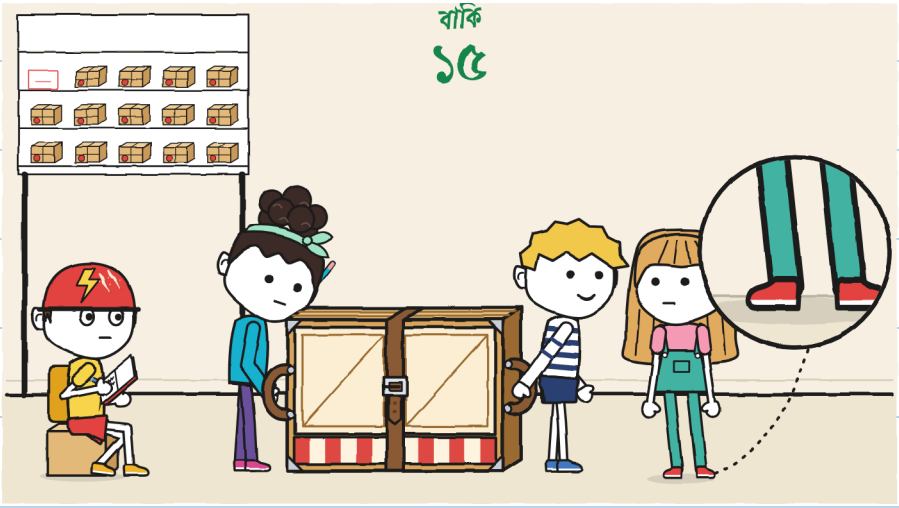


"আমি এমন একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেটা শুধু নোয়া বুঝত," হুলিতা বলল। "তারপর বলেছিলাম: 'গুনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে'।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম।

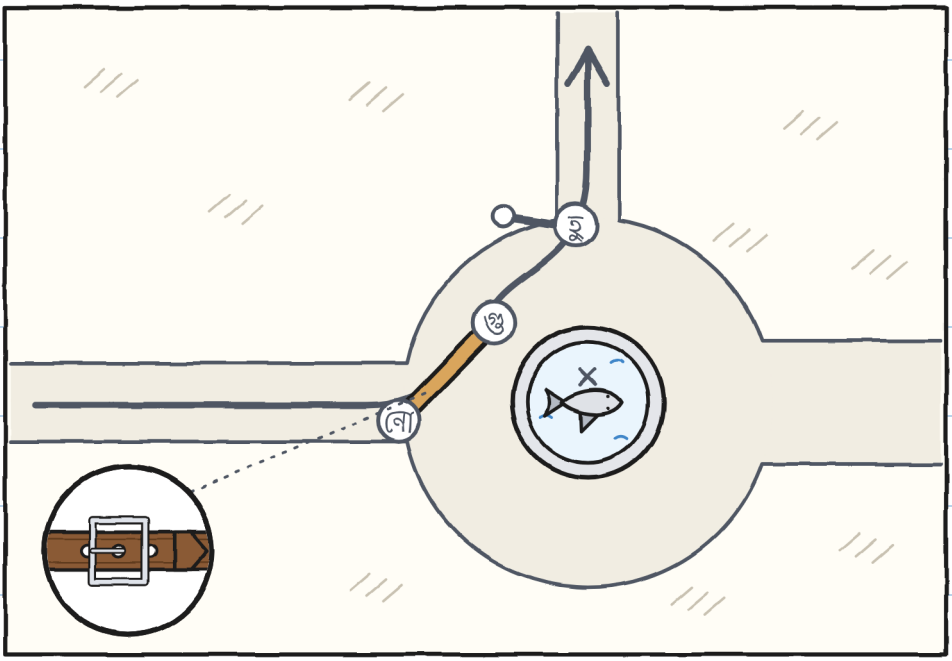
"মাছটার কোন পাখনা নেই?"

"বাঁ দিকেরটা," হুলিতা বলল।

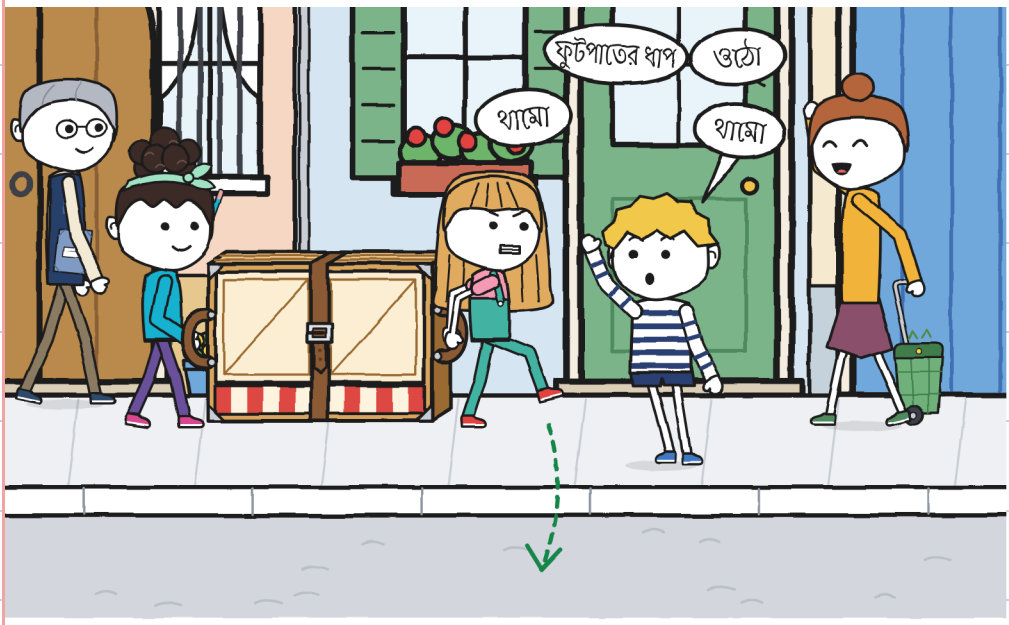


আমার পা দেখো: স্থির। -হু.

প্রথম অংশ। নোয়া বেল্টটা
দ্বিতীয় ফুটোয় আটকাল।
"পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!"
"বেল্ট!" নোয়া বলল।
আমরা খোঁড়া মাছটাকে ঘিরে
ঘুরলাম। একটাও ক্ল্যাক নয়।



দ্বিতীয় অংশ। বইছিল হুলিতা আর
নোয়া। দিক দেখাচ্ছিলাম আমি।
আমি দিক দেখাই এভাবে:
"তিন পা, থামো, ফুটপাতের ধাপ, ওঠো।"
হুলিতা সামনে ছিল, চুপচাপ।
ওর পা ছোট রাস্তা চাইছিল।



"এগারো মিনিট," তোনিও বলল।

আমি প্রথমবার পরিচালনা করলাম।

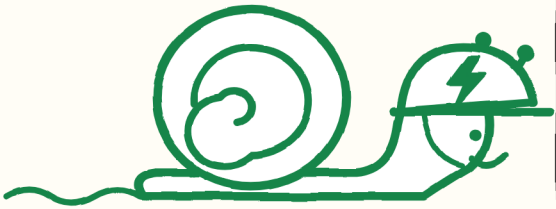
আবার করার কিছু ছিল না।

"তুমি 'থামো' বলেছ চোদ্দবার," হুলিতা বলল।

অংশ ২: গুনি

১১ মিনিট: কিছু না

"থামো": ১৫



আমি একটারও তর্ক করিনি। -হু.

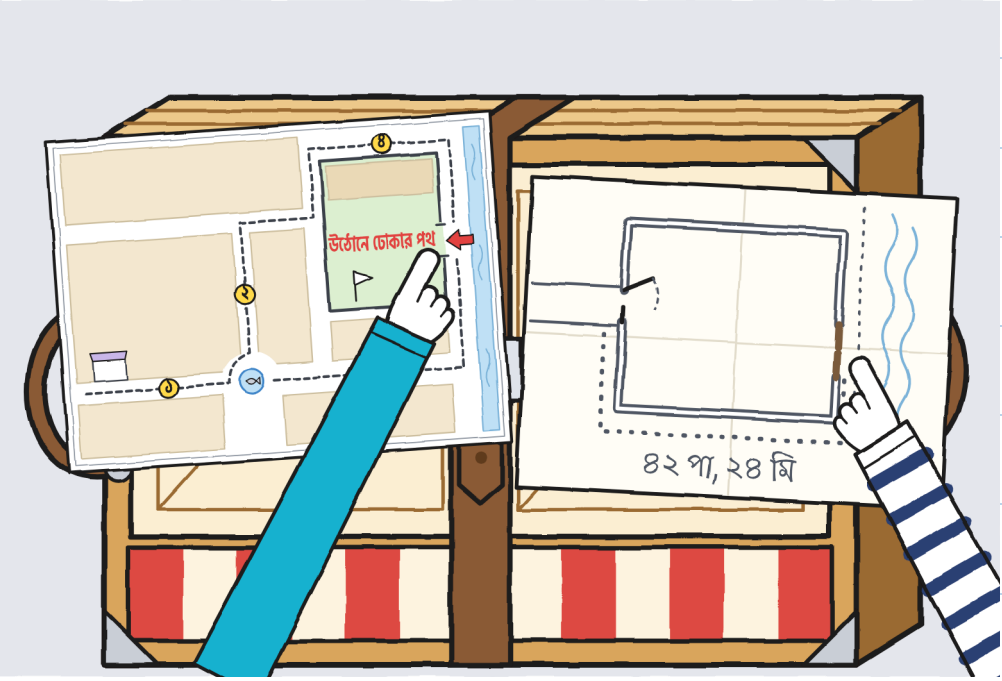
তৃতীয় অংশ। হুলিতা আর আমি
বইছিলাম। দিক দেখাচ্ছিল নোয়া।

নোয়া খালের পাশের গলিতে থেমে গেল।
"ম্যাপ আমাদের পুরোনো দরজায় পাঠাচ্ছে।"



আমরা ছোট থিয়েটারটা মাটিতে
নামালাম। আগে নামানো; তারপর তর্ক।
"এটা পুরোনো ম্যাপ," আমি বললাম।

ফটক পর্যন্ত: ৪২ পা, ২৪ মিটার।



“ইরেনেকে বলব?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“আর অন্যদেরও,” নোয়া বলল।

ইরেনে লাল মার্কার দিয়ে
ম্যাপগুলো ঠিক করে দিলেন।



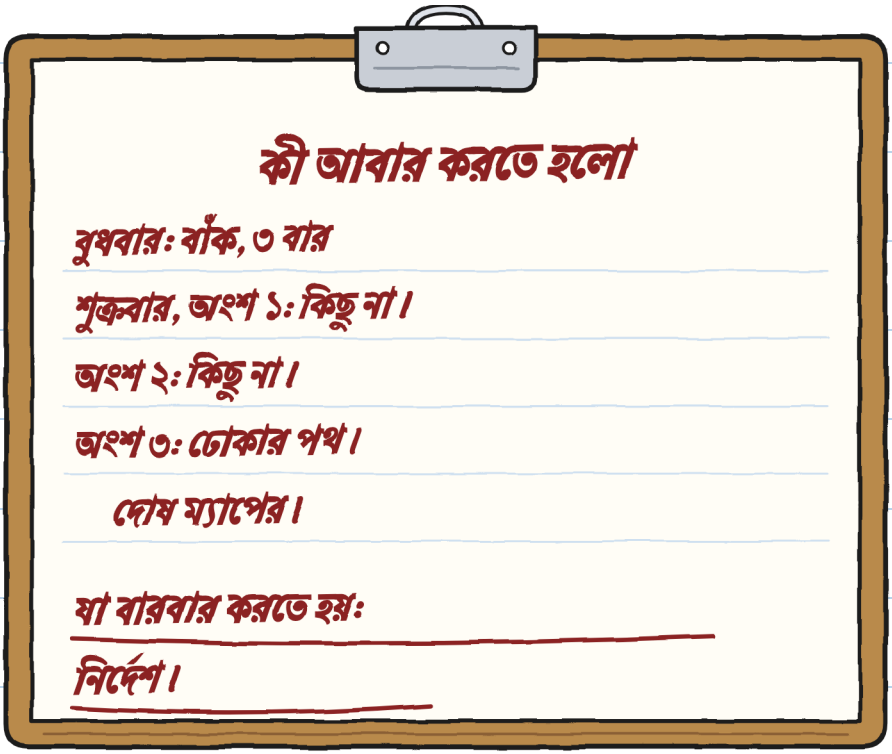
আমরা ফটক পর্যন্ত তৃতীয় অংশটা
আবার করলাম। নোয়া দিক
দেখাল, পথ করে দিল আর জানাল।
"থামো! আমি পাল্লাটা ধরেছি! যাও!"
আমরা পেরোলাম।

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	জানানো 
মোড় → উঠোন	গুনি আর **হুলিতা**	**নোয়া**	**নোয়া**	**নোয়া:** "ম্যাপটা ভুল"

নোয়া চতুর্থ ঘরটা ভরল।

নোয়া ফটকটা ধরেছিল। -হু.

তোনিও আমাদের ওর কাগজটা দেখাল।



"এটা একটা মত," হুলিতা বলল।
"এটা একটা তথ্য," তোনিও বলল।

তোনিও হেলমেট পরে চলে গেল। টিং-টিং।

রাতে মারা ছোট থিয়েটারটা রেখে দিলেন। নোয়া বকলসটা দেখল। "কাল, তৃতীয় ফুটোয়," নোয়া বলল। আজ আমি দাগ দিইনি। চারটে মতভেদ গুনলাম। একটা জিতেছি।

আমাকে ছাড়া ঠিক করা: ||||

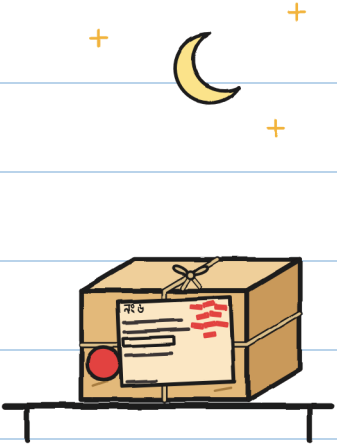
ওদের ছাড়া ঠিক করা: |

শুক্রবার।

মতভেদ: ৪।

বলেছি: ৪।

জিতেছি: ১।

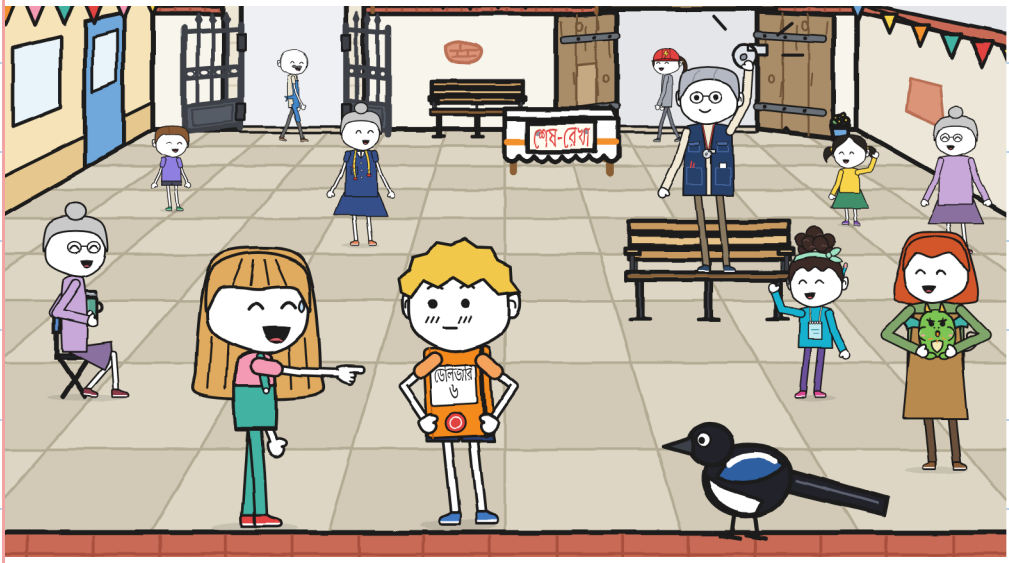


মাটিতে নামানোটা তোমাকে দিলাম। -হু.

অধ্যায় ৫

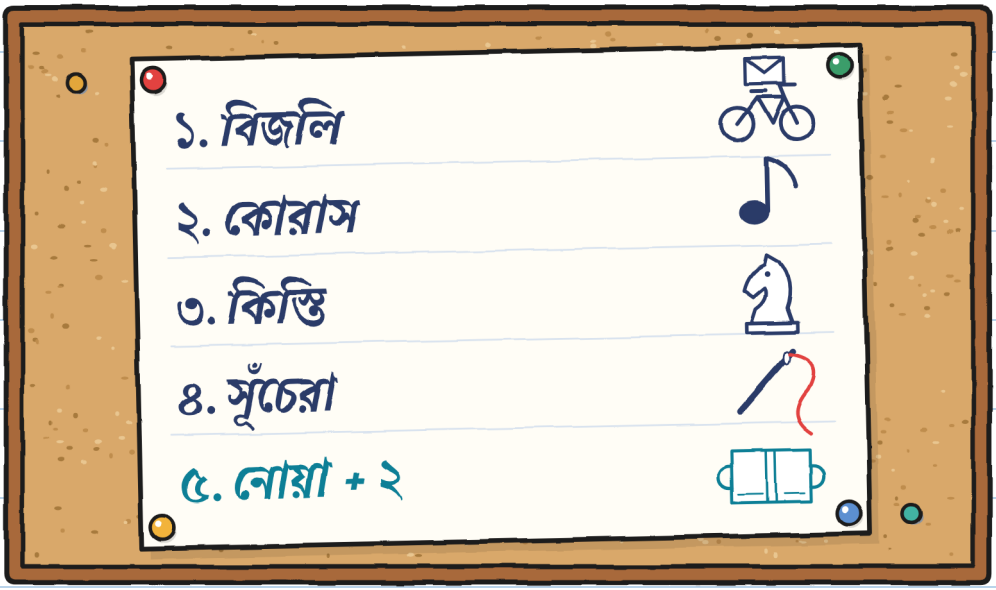
প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?

শনিবার আমি কমলা টি-শার্টটা পরলাম।
এগারোটায় উঠোনের দুটো
দরজাই খোলা। ইরেনে বললেন:
"বোঝা নিয়ে ছোটা চলবে না।"



পাঁচটা দল ছিল। বিজলির হাতে একটা খাম। কোরাসের একটা স্ট্যান্ড।

নোয়া আমাদের দল লিখল:



"আমরা 'নোয়া + ২'," আমি বললাম।

"আমি ২," হুলিতা বলল।

নোয়া তাড়াতাড়ি বেল্ট আটকাল। ক্ল্যাক!

"মাটিতে," আমি বললাম।

নোয়া আবার বেল্ট আটকাল, তৃতীয় ফুটোয়।

দন আন্তনিও বেরেট টুপি নামালেন: রওনা।



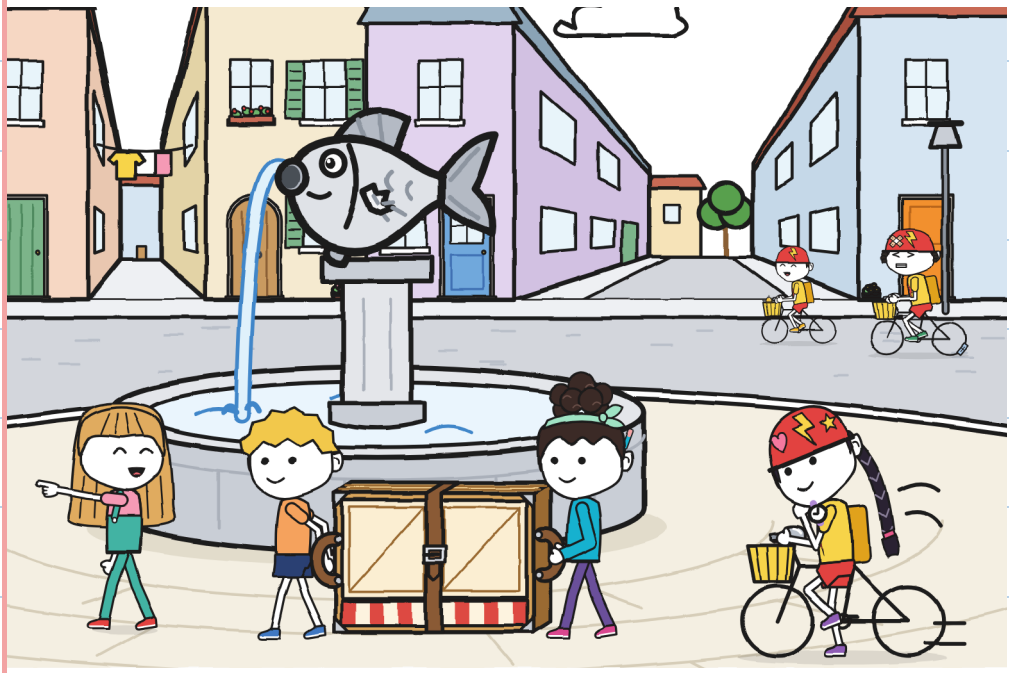
প্রথম অংশ। দিক দেখাচ্ছিল হুলিতা।

"বাঁয়ে বাঁক।"

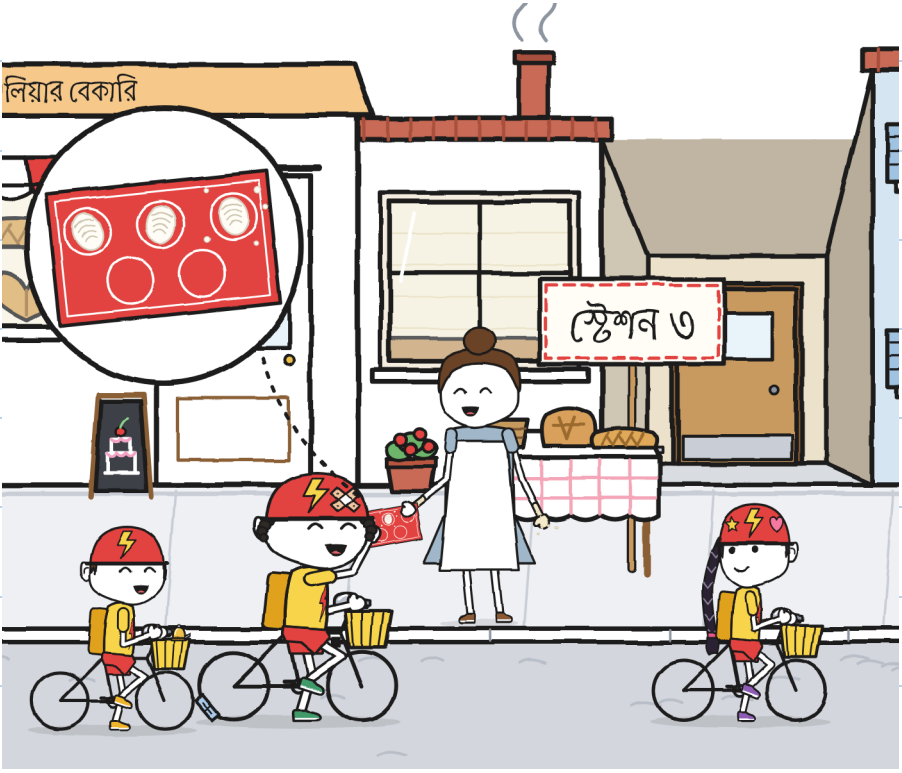
জোয়ে সাইকেলে এল। ব্রেক করল।

"তোমরা যাও।"

আমরা বিশ সেকেন্ড সামনে ছিলাম।



প্রতিটা স্টেশনে একটা কার্ডে সিল দেওয়া হতো। এলিয়া সিল দিতেন ময়দা-মাখা বুড়ো আঙুল দিয়ে। বিজলি আমাদের তিনবার ছাড়িয়ে গেল। তোনিও ঘণ্টি বাজাচ্ছিল।

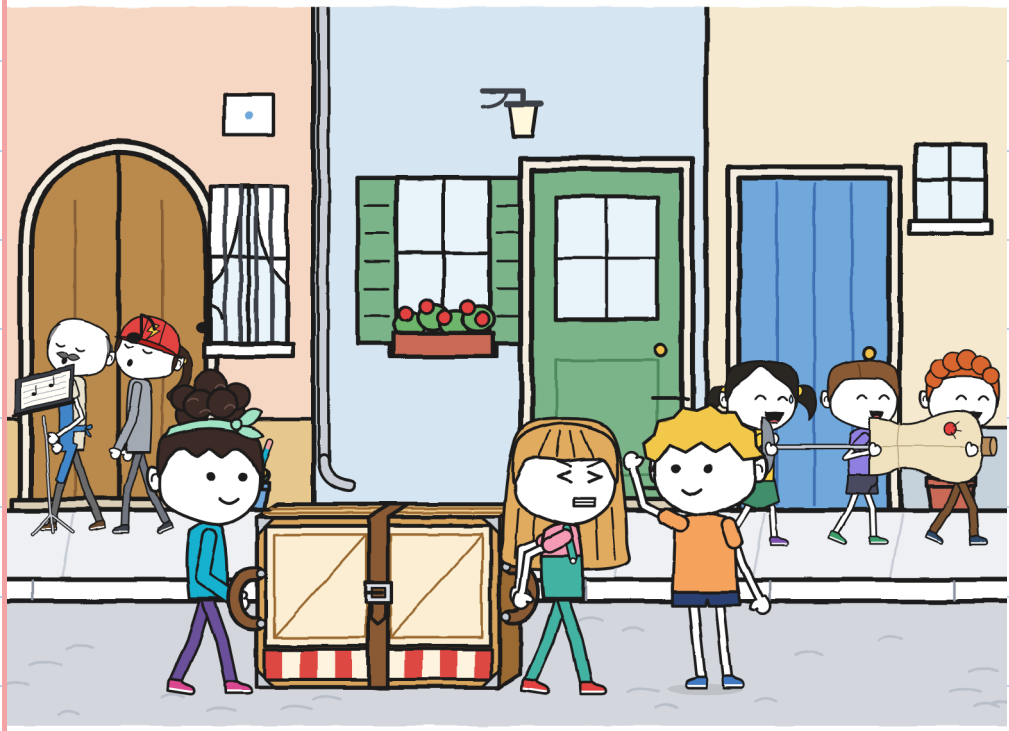


কোরাস আমাদের ছাড়িয়ে গেল।

"প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?"

"লেবেলে লেখা 'ভাঁজ করা'," নোয়া বলল।

হুলিতা ছুটল না। মানে: ওর একটা পা ছুটে গিয়েছিল। ও ওটাকে ফিরিয়ে আনল।



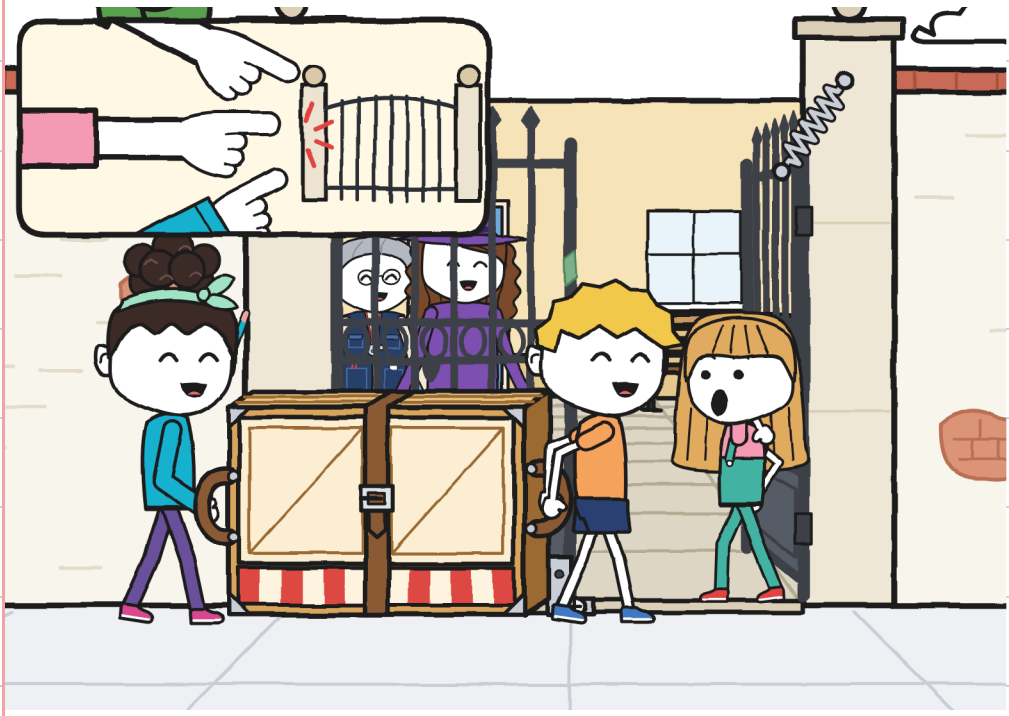
তৃতীয় অংশ। নোয়া ফটক পর্যন্ত দিক দেখাল।

"কে খুলবে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

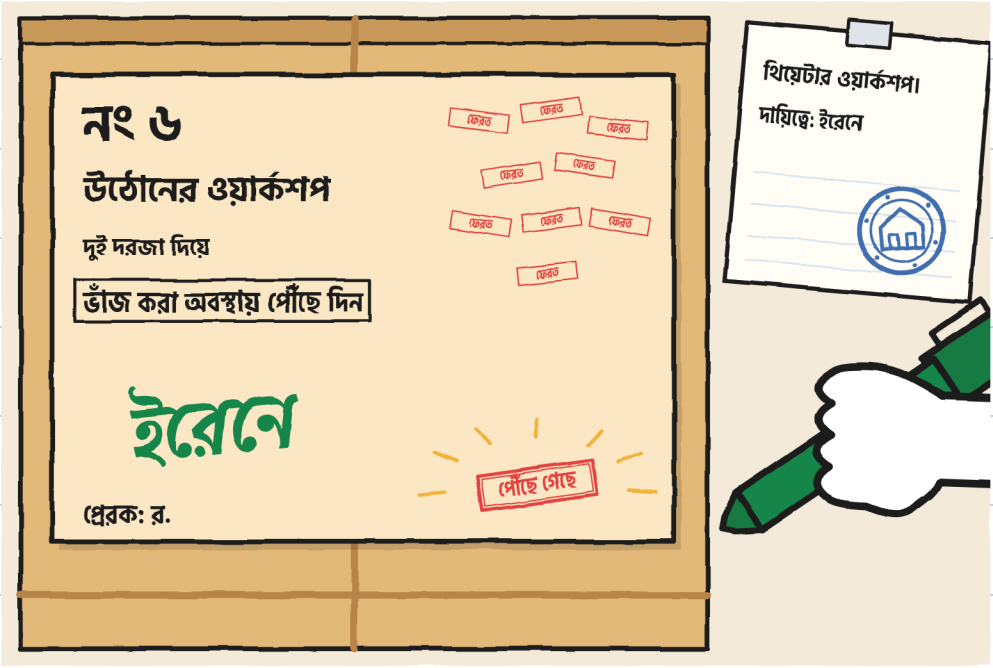
হুলিতা ফটকটা ধরল।

"থামো! যাও!"

আমরা পেরোলাম। ভাঁজ করা। আস্ত।

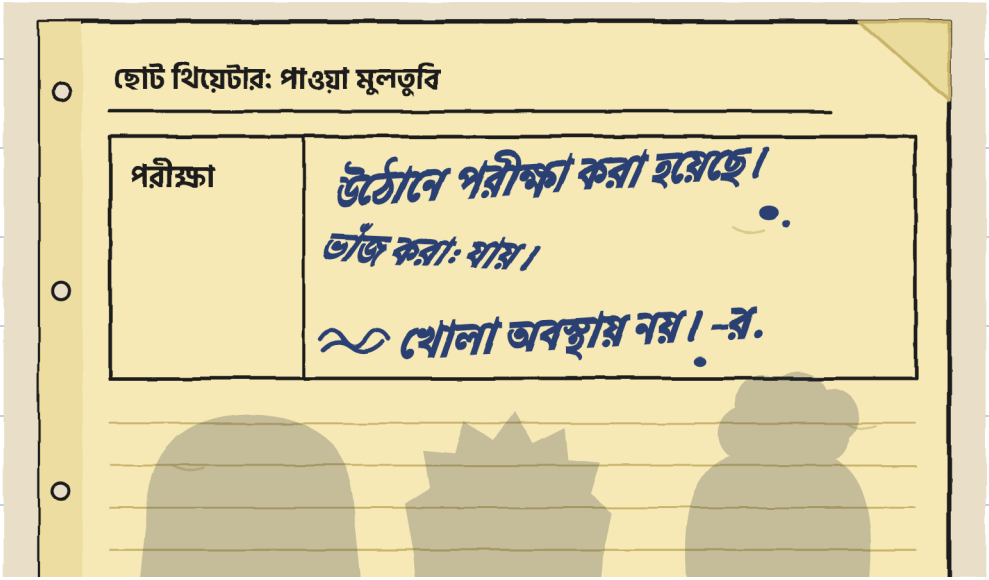


“একচল্লিশ মিনিট,” ইরেনে বললেন।
বিজলির লেগেছিল চোদ্দ মিনিট।
ইরেনে ভাঁজ করা ছোট থিয়েটারটা দেখলেন।
“আমার কাজে লাগবে,”
বললেন। আর সই করলেন।



“পৌঁছে গেছে” ফুটে উঠল। কেউ লেখেনি।

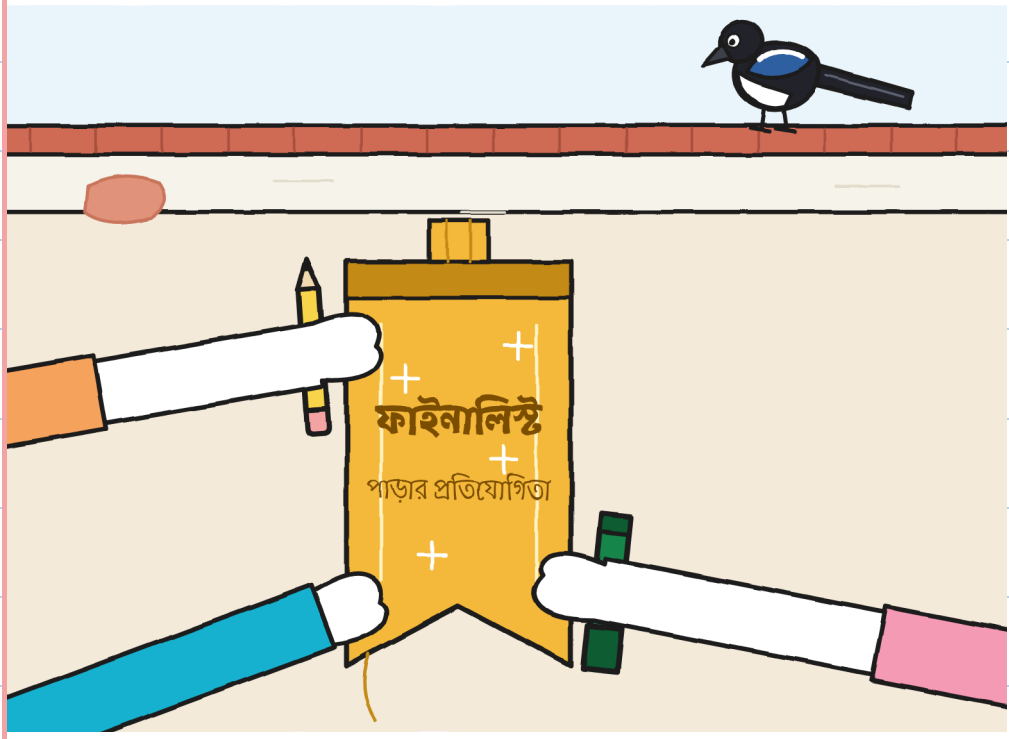
ইরেনে ইনভেন্টরি খুললেন। ছোট থিয়েটারের একটা পুরোনো লাইন ছিল।



"এটা আমার আগের," ইরেনে বললেন। র. ওই উঠোনে ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন।

র. দরজা মাপেন। আমি লিখে রাখি। -হু.

বিজলি জিতল, একটা অংশও আবার না করে। পুরস্কার: এলিয়ার একটা রুটি।



"ফাইনালিস্ট মানে যে সবার শেষে," হুলিতা বলল।
"মানে যে শেষ পর্যন্ত আসে," নোয়া বলল।

"আমরা এটা প্রথমবার ব্যবহার
করছি," ইরেনে বললেন।
নাটক বানানোর জন্য দুই মিনিট।
"কে কম কথা বলতে চায়?"
আমি হাত তুললাম।
টুকরো একটা প্যানেলে বসল।



আমরা একটা নাটক করলাম। নোয়া
ছিল সব দরজা। আমি ছিলাম পার্সেল।
আমি নয়বার বললাম: ফেরত।
আমরা তিনজন এঁটে গেলাম। চাপাচাপি করে।



গা ঘেঁষে বসতে হয়। -হু.

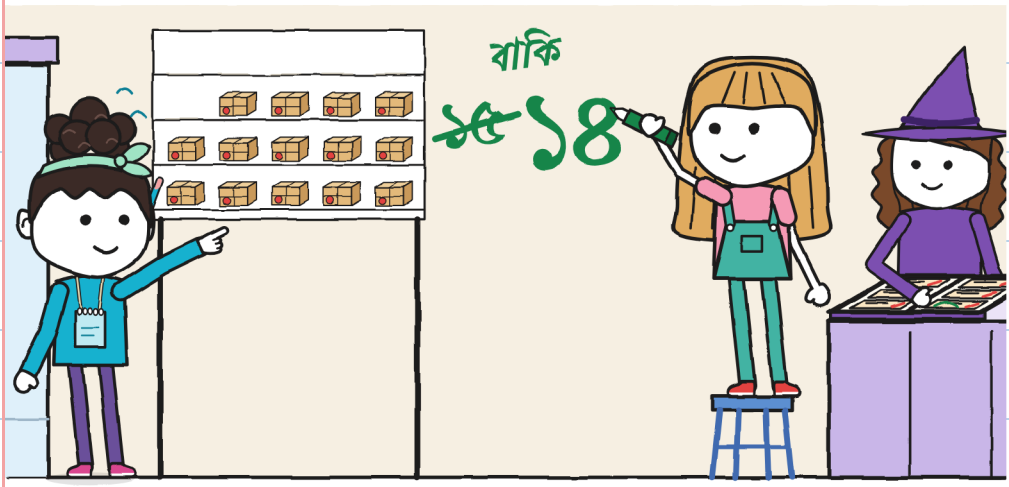
অধ্যায় ৬

প্রতিযোগিতা শেষ হলে কী থাকে?

আমরা দোকানে ফিরলাম।

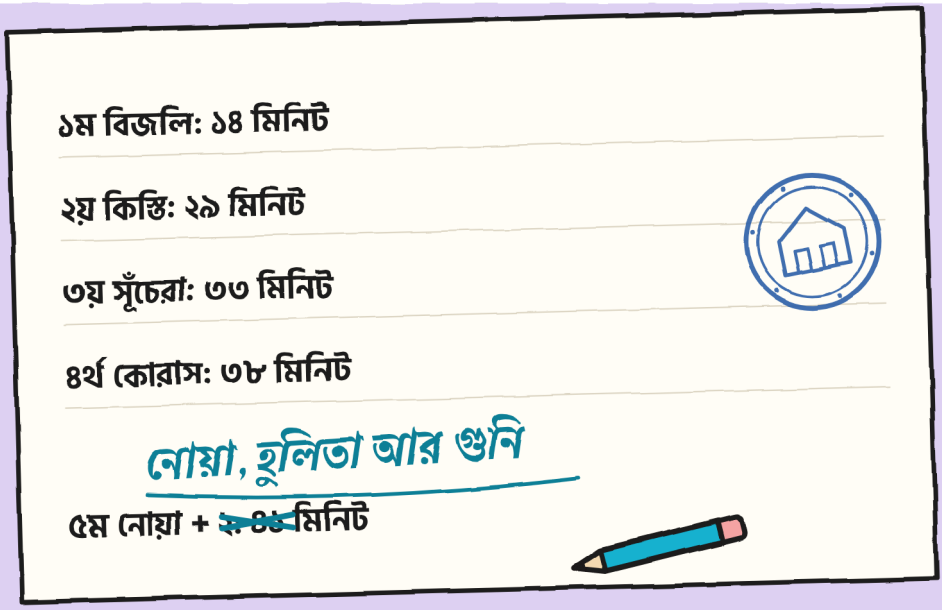
"পারি?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

ও ১৫ কেটে ১৪ লিখল।



নোয়া নিচু গলায় গুনলঃ চোদ্দ। -হু.

তোনিও ফলাফলের তালিকা
আনল। আমি লিখে রাখলাম।



আমি ওটা দুবার দেখলাম। "ব্রুনো" পুরো ছিল।

নোয়া ওর ফিরোজা পেনসিল দিয়ে
আমাদের দল ঠিক করে দিল।

আমি র.-এর কার্ডে একটা সূত্র যোগ করলাম।
"উনি ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা
করেছিলেন," তোনিও বলল।
"আমার ঘণ্টিটা না।"

র. সম্পর্কে জানি

?

র.



সূত্র ১–১১

১২. ছোট থিয়েটার পরীক্ষা করেছিলেন।
পাঠানোর আগে।
ইনভেন্টরিতে আছে।

মুলতুবি: একটা ব্যাখ্যা

আমারও। –ভে.

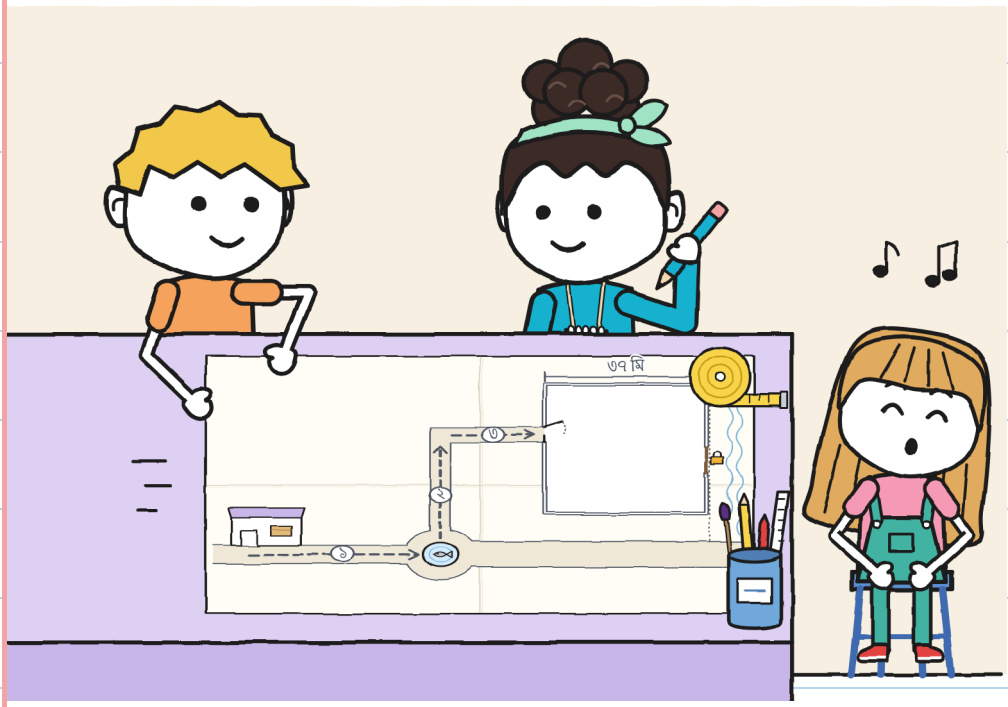
দেরিতে, তবে এঁটে যায়। –এ.

আমি কাউন্টারে নকশাটা রাখলাম।

"তোমার অংশটা নেই," আমি নোয়াকে বললাম।

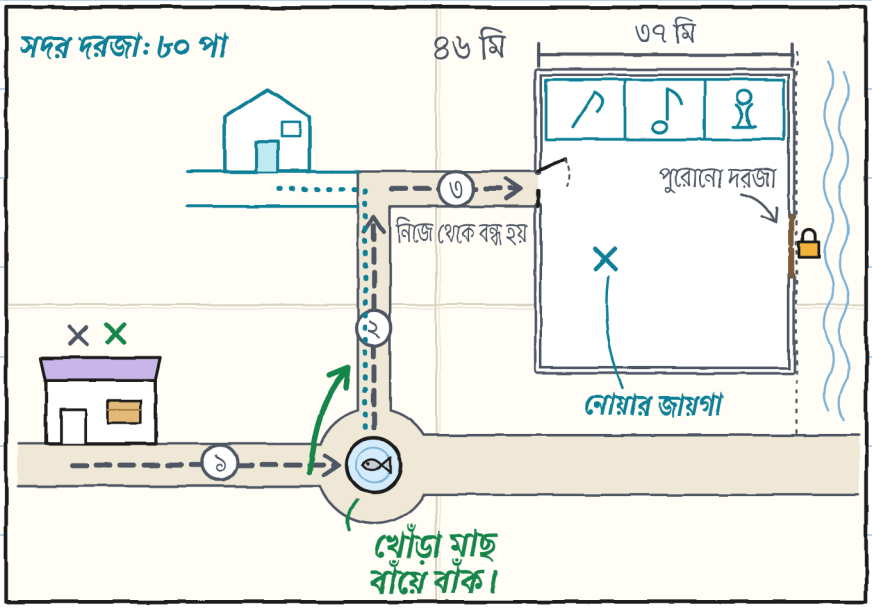
"আমি ওটায় আঁকতে পারি?"

নোয়া জিজ্ঞেস করল।



নোয়া নিজের রাস্তা আর পা-য়ের মাপ যোগ করল। আমি মিটার দিলাম।

তিনজনের নকশা



ওরা আমাকে খোঁড়া মাছের গল্প বলল। এখন আমি ওটা জানি।

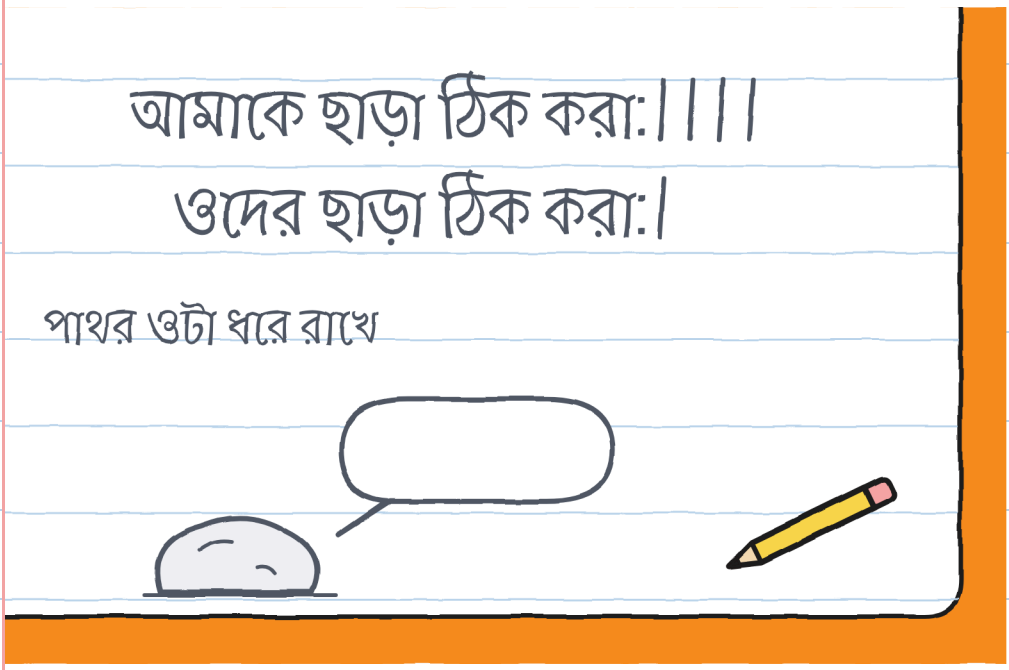
দারুণ গল্প। আমরা খারাপ করে বলেছি। -হু.

হুলিতার কবজিতে ফিতে বাঁধা
ছিল। সুতো খোলা ছিল।
আমরা ওটা "যৌথ"-এর নিচে সাঁটলাম।



আমার খাতা খারাপ বন্ধ হয়। -হু.

নোয়া পড়ল: "ফটক একটা
পাথরও ধরে রাখতে পারে" ।
"একটা পাথর 'ফুটপাতের ধাপ' বলে না," বলল ।
আমি দাগগুলো মুছলাম না ।



মুছো না। ওগুলো আমার। -হু.

রবিবার, ভোরে, নোয়া পাহারা দিল।

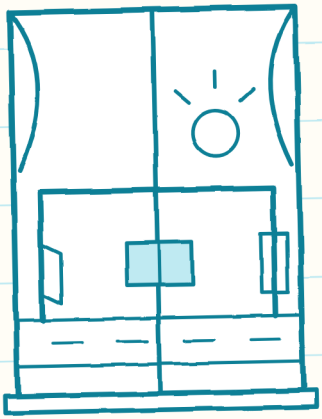
নটার সময় একটা চিরকুট আনল।

৭:৩৮: ছোট থিয়েটার, ভাঁজ করা।

৭:৪৪: ভোর হচ্ছে। নড়ে না।

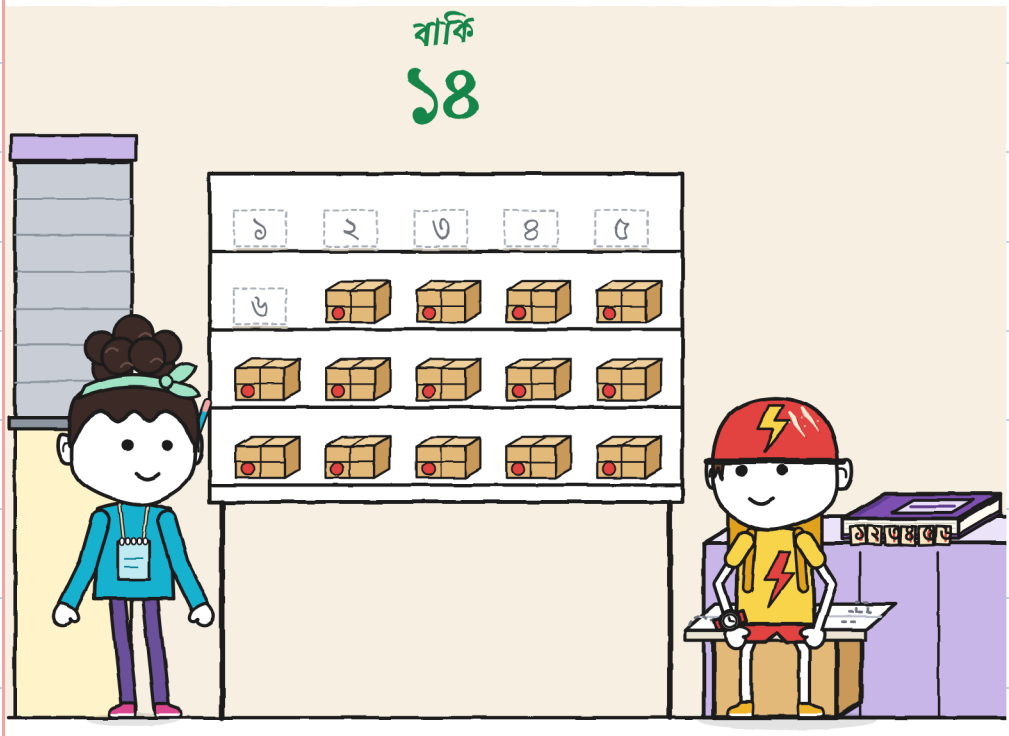
৭:৫০: এখনও আছে। শূন্য পা।



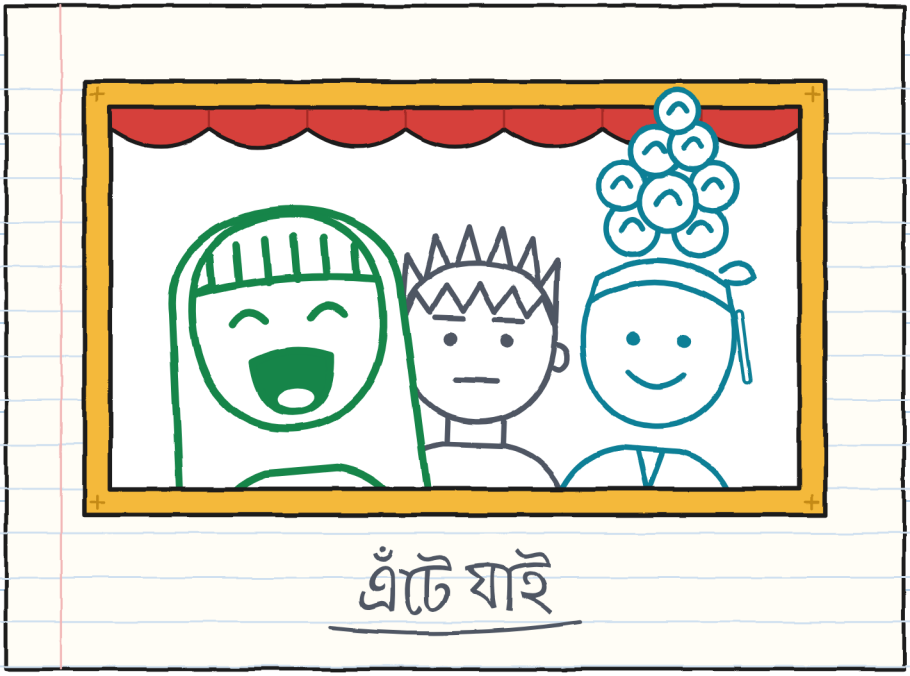


ও পাহারা দেয়, আর আমার চেয়ে ভালো গোনে। -হু.

মারা ঝাঁপটা একটু তুললেন।
আমি তাকটা আঁকলাম: চোদ্দটা
পার্সেল আর ছয়টা ফাঁকা জায়গা।
নোয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।



শেষ করতে আমি ছোট থিয়েটারের
জানালাটা আঁকলাম, ফাঁকা।
প্রত্যেকে নিজের রঙে
নিজেকে ওর ভেতরে আঁকল।



যৌথ মানে যৌথ। -হু.

অংশ ধরে ধরে:

অংশ		কে বইত	কে দিক দেখাত	কী আবার করতে হলো
	দোকান → খোঁড়া মাছের ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	বাঁক (তিনবার)
	ফোয়ারা → মোড়	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	কিছু না (তবে ধীরে)
	মোড় → উঠোন	গুনি আর হুলিতা	নোয়া	ঢোকার পথ: ম্যাপটা পুরোনো ছিল
	শনিবার	তিনজনই	তিনজনই, পালা করে	বেল্ট (তৃতীয় ফুটো)
	আমাদের আগে	মারা, একা	কেউ না	নয়বার যাওয়া
	র.	?	?	আমরা জানি না

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	জানানো 
১	গুনি আর নোয়া	***হুলিতা***	***হুলিতা***	***হুলিতা***
২	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	গুনি	গুনি
৩	গুনি আর হুলিতা	***নোয়া***	***নোয়া***	***নোয়া***

কোনোটাই ফাঁকা নয়। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৭

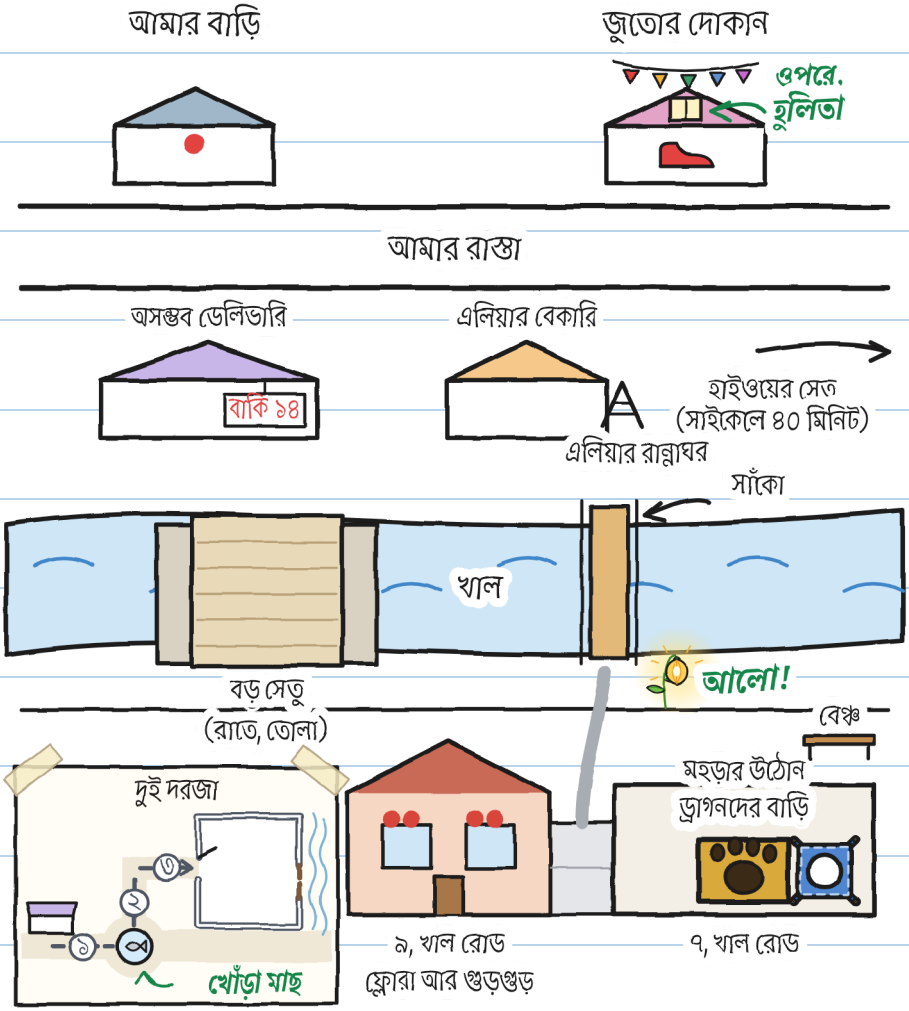
(খুব শিগগির)



ওই সময় আমি আগেই পাজামা পরে ফেলি।

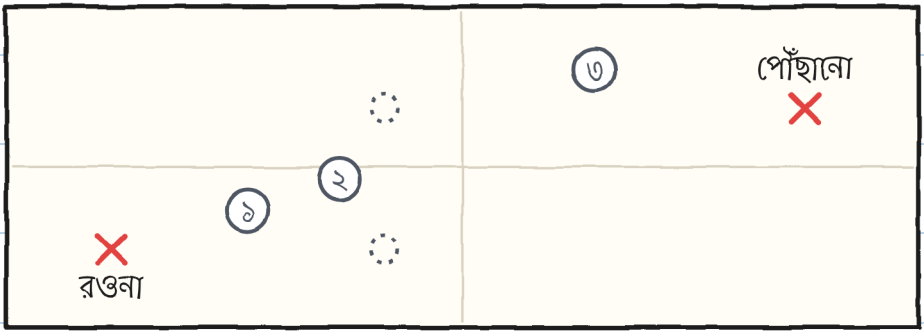
আমি ছাড়া কে জেগে থাকে? -হু.

পাড়া (সংস্করণ ৬)


আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
ওপরে,
হুলিতা
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
বাকি ১৪
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
এলিয়ার রান্নাঘর
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
বেঞ্চ
মহড়ার উঠোন
ড্রাগনদের বাড়ি
দুই দরজা
খোঁড়া মাছ
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

তোমার যাত্রা

কে বয়? কে দিক দেখায়?



তিনজনের মিটার

	বওয়া	দিক দেখানো	পথ করে দেওয়া	জানানো
অংশ ১				
অংশ ২				
অংশ ৩				

বারবার আসা নাম বদলাও। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি।

সাইজ XXS · PRE-A1

গুনি একটা শব্দ লিখল আর জায়গা ছেড়ে রাখল। "যৌথ" শব্দটা দেখছ?

সাইজ XS · A1

আমি একটাই শব্দ লিখলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রাখলাম। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ S · A2

প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ M · B1

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ L · B2

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ XL · B2–C1

সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। -হু.

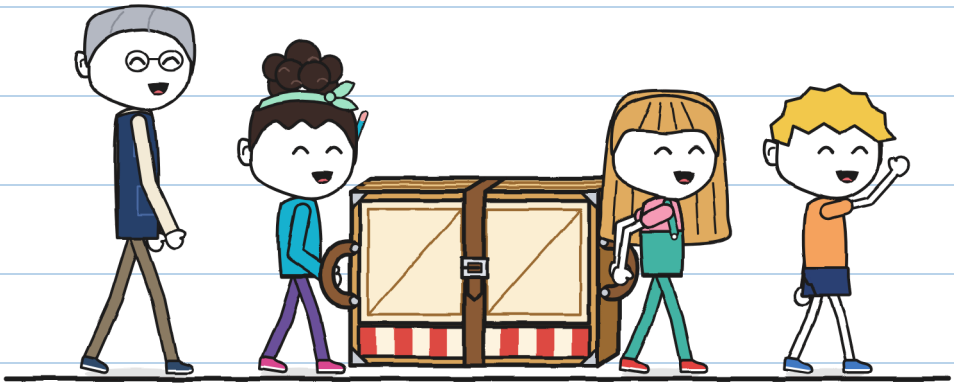
পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের স্থানান্তর: কী করতে হবে

১. যাওয়ার আগে পুরো পথটা দেখে নাও।
২. একজন খালি হাতে যায়: দরজা খোলে আর জানিয়ে দেয়।
৩. হাত হাতলে, কবজা আর আটকানোর জায়গা থেকে দূরে।
৪. বোঝা নিয়ে ছোটা বা প্রতিযোগিতা করা চলে না।
৫. কেউ "থামো" বললে সবাই থামে।
৬. আগে মাটিতে নামাও। তারপর তর্ক।
৭. বড় জিনিস দুজনে খোলে আর ভাঁজ করে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায় যা সত্যি নয়।



পথের কিছু জানলে আগেই বলো। -হু.